ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 November, 2020 ■ আগরতলা, ২০ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৪ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে প্রযুক্তি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। বৈশ্বিক সংঘাত অথবা বিবাদে এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রযুক্তি। সফটওয়্যার থেকে ড্রোন, অথবা ইউএভি প্রযুক্তি এখন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু প্রযুক্তিগত সম্মেলন ২০২০-র উদ্বোধন করার এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রযুক্তির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রযুক্তির সৌজন্যেই ভারতের দরিদ্ররা দ্রুত ও সঠিক সহায়তা পেয়েছেন। ভারত যদি বিশ্বের বৃহৎ স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প পরিচালিত করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিরও অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বেঙ্গালুরু প্রযুক্তিগত সম্মেলন ২০২০-র উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ৫ বছর আগে ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের সূচনা করেছি আমরা। এখন এই কথা বলতে অত্যন্ত খুশি হচ্ছে যে, ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে নিয়মিত সরকারী উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে না। এটি জীবনযাত্রায় পরিণত হয়েছে, বিশেষত দরিদ্র, প্রান্তিক এবং যাঁরা সরকারে আছেন তাঁদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ লকডাউনের পিক টাইমে, প্রযুক্তির সৌজন্যেই ভারতের দরিদ্ররা দ্রুত ও সঠিক সহায়তা পেয়েছেন। ভারত যদি বিশ্বের বৃহৎ স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প পরিচালিত করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিরও ভূমিকা রয়েছে। ২৫ বছর আগে ভারতে ইন্টারনেট এসেছে, রিপোর্ট অনুযায়ী সম্প্রতি ইন্টারনেট কানেকশন ৭৫০ মিলিয়নের মাইলফলক ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন আমরা অভূতপূর্ব দক্ষতা, গতি এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে দরিদ্রদের বাড়ি তৈরি করতে সহায়তা করতে পেরেছি, এটি প্রযুক্তির জন্যই, তাই প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ। আমরা এখন প্রায় সমস্ত পরিবারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি, এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রযুক্তি।

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, তথ্যের যুগে কে আগে এগোচ্ছে, তা কোনও গুরুত্বপূর্ণ নয়, কে সেরা সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে সেরা মননের পাশাপাশি সেরা মার্কেটও রয়েছে। বিশ্বব্যাপী যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের স্থানীয় প্রযুক্তি সমাধানগুলির। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগে যাঁর কাছে ভালো হাতি ও ঘোড়া রয়েছে, তার উপরেই যুদ্ধ নির্ধারিত হত। এখন বৈশ্বিক সংঘাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রযুক্তি। সফটওয়্যার থেকে ড্রোন ও ইউএভি প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে।

এমপিডব্লিউ নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার হল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকাররা

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। চাকরির দাবিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছেন এমপিডব্লিউ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকাররা। তাঁদের বক্তব্য, শূন্যপদে লোক নিয়োগ সম্ভব। কিন্তু রাজ্য সরকার এখন শুধু ৪৭ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগে প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

চাকরির প্রত্যাশায় আজ বৃহস্পতিবার দলবদ্ধভাবে সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যান এমপিডব্লিউ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারদের একাংশ। এ-বিষয়ে চাকরি প্রত্যাশী জনৈক পরিতোষ দাস বলেন, এমপিডব্লিউ প্রশিক্ষণ আমাদের সম্পন্ন হয়েছে। সে-মোতাবেক চাকরির প্রত্যাশায় পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তার সাথে দেখা করেছি। কিন্তু, এখন শুধু ৪৭ এমপিডব্লিউ নিয়োগে অনুমোদন মিলেছে বলে তিনি আমাদের জানিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য, ২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ৭৯১ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগে ইন্টারভিউ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই ইন্টারভিউ বাতিল করে দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এর পর থেকে নতুন করে এমপিডব্লিউ নিয়োগ করা হয়নি। তিনি বলেন, সম্প্রতি ৪৭ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগে বিজ্ঞাপন দিয়েছে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতর। তাই, অধিকর্তার সাথে দেখা করে ৭৯১টি পদে নিয়োগের আবেদন জানানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা অজ্ঞাত পরিচয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহটি জিবি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য হাসপাতাল মর্গে তিন দিন রাখা হবে বলে জানা গেছে উল্লেখ্য বুধবার বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ওই মহিলাকে জিবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে হত্যা মৃতার বাড়িতে মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ নভেম্বর।। শ্বশুর বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রুপা নট্ট নামে এক গৃহবধূর। বৃহস্পতিবার মৃত গৃহবধূর বিশালগড়ের গকুলনগরস্থিত বাপের বাড়িতে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। কথা বলেন মৃতার মা বাবার সাথে। তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের সাথে কথা বলার পর মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী জানান গৃহ বধূ রুপা নট্টর মৃত্যুর ঘটনার জনা যারা দায়ি তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয় তার ব্যবস্থা করবে রাজ্য মহিলা কমিশন।

জনগণকে সরকারি পরিষেবা সময়মতো দিতে না পারলে আধিকারিকের জরিমানা

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনও আবেদনকারীকে সরকারি পরিষেবা দিতে না পারলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে জরিমানা দিতে হবে। সময়সীমা পার হওয়ার পর তাঁকে প্রতি দিনের জন্য ২০ টাকা এবং সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে 'দ্যা ত্রিপুরা গ্যারানটেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন রুলস-২০২০'-এ মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিষয়ে জানাতে গিয়ে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সরকারি কার্যালয়গুলি থেকে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার জন্য আবেদন করার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যাতে মানুষ সেই পরিষেবা নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন এর জন্য 'দ্যা ত্রিপুরা গ্যারানটেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন রুলস-২০২০'-এর অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই রুলস অনুমোদিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, পিআরটিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট, এসসি, এসটি, ওবিসি সার্টিফিকেট, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, সারভাইভ্যাল, ল্যান্ড ভ্যালুয়েশন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিষেবা মানুষ যাতে সঠিকভাবে আবেদনের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পেতে পারেন সে জন্য রাজ্যে দ্যা ত্রিপুরা গ্যারানটেড সার্ভিসেস টু সিটিজেনস অ্যাক্ট-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই অ্যাক্ট অনুসারেই দ্যা ত্রিপুরা গ্যারানটেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন রুলস-২০২০ এর অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

তাঁর বক্তব্য, এই রুলস অনুসারে সরকারি কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে কোন পরিষেবা কত দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা থাকবে। কোনও পরিষেবা পাবার জন্য আবেদন করার নির্দিষ্ট সময় পরও পরিষেবা না পেলে কার কাছে অভিযোগ জানাবেন তা-ও নোটিশ বোর্ডে উল্লেখ করা থাকবে। পরিষেবা প্রদান করার জন্য আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দেওয়া থাকবে।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহাকুমার মন পাথর থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ১ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। অপরদিকে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া অমরপুর সড়কের গছিরাম এলাকায় বাইকএবং গাড়ির সংঘর্ষে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহাকুমার মন পাথর থানা এলাকার জোলাই বাড়ি উদয়পুর সড়কে দশমী রিয়াং পাড়ায়একটি মাল বোঝাই ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মাল বোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় ১ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২১ নভেম্বর থেকে রাজ্যের আদালতগুলিতে পুনরায় শুরু হচ্ছে সব মামলায় শুনানি প্রক্রিয়া

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় আদালতে আগামী ২১ নভেম্বর থেকে সব ধরনের মামলার শুনানি হবে। করোনা-র প্রকোপে শুধুমাত্র জরুরিভিত্তিক মামলার শুনানি হয়েছে। এখন পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক হওয়ায় সব মামলার শুনানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ-বিষয়ে সহ-বিচারপতিদের সাথে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টে আগামী সপ্তাহ থেকে সব ধরনের মামলার শুনানি হবে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতামোহন জমাতিয়া এক আদেশনামা জারি করে বলেছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টে সমস্ত মামলার শুনানি শুরু হবে। বিশেষ করে পাঁচ বছরের পুরনো মামলাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ওই মামলাগুলোর চূড়ান্ত শুনানির দিনক্ষণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ধার্য করা হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট বেঞ্চে কোর্ট রুমেই ওই সব মামলার শুনানি হবে।

তবে আইনজীবীদের হাইকোর্টের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আদালতে না আসাই ভালো। কিন্তু আদালতে আসার ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। এমন-কি বার রুমে বসার ক্ষেত্রে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এছাড়া, শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং স্যানিটাইজেশন হাইকোর্টে আগের মতোই জারি থাকবে।

এদিকে, ফেমিলি কোর্ট সহ জেলা আদালতগুলিতেও আগের মতো শুনানি শুরু হবে। ওই আদালতগুলিতেও একই রকম স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। এক্ষেত্রে আদালতের ভেতরে পারস্পরিক দূরত্ব বিচারকদের সুনিশ্চিত করতে হবে।

করোনা মোকাবিলায় দেশে যথেষ্ট ভালো অবস্থানে ত্রিপুরা ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। করোনায় আক্রান্তে সারা দেশের তুলনায় ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে। জোর গলায় এই দাবি করেছেন শিক্ষা, ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, করোনা আক্রান্তের হার, মৃতের হার, সুস্থতার হার এবং নমুনা পরীক্ষায় জাতীয় গড়ের পাশাপাশি দেশের একাধিক রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে ত্রিপুরা।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ এক সময় মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছিল। তাতে প্রচুর মানুষ করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন। সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃতের হারও। তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হচ্ছে। কিন্তু এখনও আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগার কোনও অবকাশ নেই। গাফিলতি কিংবা অসাবধানতার কোনও স্থান নেই।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এক সময় ত্রিপুরায় দুই শতাধিক কন্টেইনমেন্ট জোন ছিল। এখন শুধুমাত্র নলছর ব্লকে একটি কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৮৮৪ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬৭৩ জন বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন।

এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৬.১২ শতাংশ। দেশের ২৭টি রাজ্য সুস্থতার হারে ত্রিপুরা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ক্রমশ সুস্থতার হার বৃদ্ধি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থী পুনর্বাসন ইস্যুতে আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলন আছড়ে পড়লো রাজধানী আগরতলা শহরেও। বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরের শিবনগর কলেজ রোডে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। রিয়াং শরণার্থীদের কোনভাবেই ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না বলে জোরালো দাবি তোলেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব সমাজের কর্মী-সমর্থকরা। মোট ১২ দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিগ্রি কলেজে সব ছাত্রছাত্রীর ভরতি নিশ্চিত করল দপ্তর

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী কলেজে ভরতি হতে পারবেন। ভরতির সময় সমাপ্ত হলেও তাঁদের বিবেচনা করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের এভাবেই আশ্বস্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে অনলাইনে ভরতি প্রক্রিয়া এ বছর থেকে চালু হয়েছে। কারণ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল অনলাইনে ভরতি প্রক্রিয়া চালু করা হোক। তিনি জানান, ত্রিপুরায় এই ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৪৩,৩৮১। এর মধ্যে পাস কোর্সে আসন সংখ্যা ৩৪,৯৪২টি। বাকিগুলি অনার্স কোর্সের। তিনি বলেন, এ বছর অনলাইনে কলেজগুলিতে ভরতি হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২৩,০১৬ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে পাস ও অনার্সে মোট ১৩,১২৩ জন ছাত্রছাত্রী ভরতি হয়েছেন।

তাঁর দাবি, বর্তমানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান (৩.১) রাউন্ডে ভরতি চলছে। এই রাউন্ডে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত ভরতি চলবে। এর পর শুরু হবে চতুর্থ রাউন্ড। শিক্ষামন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন, যাঁরা ভরতির জন্য আবেদন করেছেন তাঁদের সকলকেই কলেজে ভরতি হওয়ার সুযোগ দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিলামবাজার গণধর্ষণকাণ্ড ঃ পাঁচ অভিযুক্তকে কারাগারে চিহ্নিত করেছে ত্রিপুরার দুই নির্যাতিতা

করিমগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর (হি.স.)।। নিলামবাজারে সংগঠিত দলবদ্ধ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত পাঁচ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছে নির্যাতিতা উত্তর ত্রিপুরার দুই যুবতী-বোন। করিমগঞ্জ ফৌজদারি আদালতের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে বন্দি পাঁচ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার জন্য বৃহস্পতিবার কারাগারের মধ্যেই টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্রেইড সংক্ষেপে টিআইপি বা অভিযুক্ত শনাক্তকরণ মহড়া হয়েছিল। মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক ধর্ষিতা দুই যুবতীকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে এদিন কারাগারের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর ফৌজদারি আদালতের আতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট নুপুরচন্দ্র ভুইয়াঁর উপস্থিতিতে কারাগারের ভিতরেই বন্দি পাঁচ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছে দুই নির্যাতিতা।

জানা গেছে, কারাগারের ভিতরে বন্দি ধর্ষকদের শনাক্ত করতে দুই যুবতীর কোনও অসুবিধা হয়নি। কারাগারের ভিতরে ধর্ষকদের দেখেই সেই অভিশপ্ত রাতের (চলতি মাসের ১৩ তারিখ) কালো ছবি তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ধর্ষকদের প্রতি নির্যাতিতা যুবতীদ্বয়ের মনে প্রতিশোধের স্পৃহা ও বিদ্বেষের জন্ম নিলেও আইনি ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে তাঁরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন। এদিন আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে আদালত চত্বরে নির্যাতিতা দুই যুবতীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে ভরতি তাঁদের মা-কে দেখে শিলচর থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফেরার পথেই তাঁদের সঙ্গে এই জঘন্য ঘটনা ঘটে। ত্রিপুরা শনিছড়ার বাসিন্দা দুই যুবতী মূলত 'ককবরক'ভাষী হলেও বাংলা ভাষায় তাঁরা স্পষ্ট কথা বলতে পারেন। তাঁরা বলেন, চেরাগি ধাবা থেকে ত্রিপুরার সহজ রাস্তার কথা বলে তাঁদেরকে যখন নিলামবাজারে ফিরিয়ে নিয়ে আসে গাড়ি চালক, তখন তাঁদের সন্দেহ হয়। কিন্তু গাড়িতে চিৎকার দিলেও, দরজার কাঁচ বন্ধ থাকায় তাঁদের চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। তাছাড়া রাত গভীর থাকায় রাস্তায় লোকজনেরও চলাচলও ছিল না। গাড়ি চালকের সঙ্গে অন্য একজন লোক সে সময় গাড়িতে ছিল। কিন্তু সেদিন গাড়ির অন্য আরোহীকে আজ জেলের ভেতরে অভিযুক্ত শনাক্তকরণ মহড়ায় তাঁরা দেখতে পাননি বলে দুই যুবতী-বোন বয়ান দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, নিলামবাজারে একটি ঘরে যখন নরপিশাচের দল তাঁদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়, তখন এদের পায়ে ধরেও রেহাই পাননি তাঁরা। উল্টো গলা চেপে তাদের সতীত্ব হনন করে নরপিশাচের দল।

উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বর নিলামবাজারে এই ধর্ষণ কাণ্ড সংগঠিত হওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নেমে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা যথাক্রমে আহাদ উদ্দিন, আলতাফ উদ্দিন, আনোয়ার হুসেন, আবু বক্কর এবং মঈন উদ্দিন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৪৪ ▫ ২০ নভেম্বর ২০২০ইং ▫ ৪ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কৃষকদের নিয়া ছলচাতুরি কেন?

আচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতি ক্রমশ মলিন হইতে শুরু করিয়ায়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই দেশের মানুষের মধ্যে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি করিতে শুরু করিয়াছে।এই অসন্তোষ গণ অসন্তোষে রূপ ধারণ করিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে। তাহাতে বিতর্ক তাঁহার পিছু ছাড়িতেছে না। গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকার করেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়াছিলেন। মনে পড়ে বছর ছয়েক আগের সেই দিনটির কথা। গণতন্ত্রকে সম্মান জানাইয়া কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেদিন তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণামও করিয়াছিলেন সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে এবার রাজ্যসভায় যেভাবে কৃষি বিল পাশ করানো হইল তাহাতে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক আদৌ কি তিনি বা তাঁহার দল গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল! ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা দেশের প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব কতর্ব্য। সেখানে কৃষকের স্বার্থ জড়িত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধীদের সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করে যেভাবে ধ্বনি ভোটে দু'টি বিল পাশ করানো হইল তাহা নজিরবিহীন তো বটেই, বিরোধী কণ্ঠরোধ করিবার বিপজ্জনক প্রয়াসও বটে। স্বচ্ছ ভারতের কথা যিনি মুখে বলেন সেখানে বিল পাশের আগে স্বচ্ছ আলোচনার কোনও স্থান ছিল না। এটা স্পস্ট, দেশের সরকারের বিরোধীদের বক্তব্য শোনার কোনও মানসিকতাই নেই। সংসদ কক্ষে বিল দু'টির পক্ষে বা বিপক্ষে কতজন ছিলেন তা বোঝারই উপায় ছিল না। যেভাবে তাড়াহুড়ো করে ধ্বনি ভোটে কৃষি বিল পাশ করানো হইল তাহাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকার একটি আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভোটের স্বার্থে এই শাসক দল বার বার কৃষক ও শ্রমিকদরদি সাজার চেষ্টা করিলেও কর্পোরেট জগতের কেষ্ট-বিষ্টুরাই যে প্রধানমন্ত্রীর আত্মার-আত্মীয় তা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল আগেই। তাই প্রশ্ন জাগিতেই পারে তাহাহলে কি কৃষিতে বাণিজ্য ঢোকার রাস্তা করে দিতে বৃহৎ বাণিজ্যের চাপেই তড়িখড়ি এভাবে বিল পাশ করানো হইল?

এই বিল আইনে পরিণত হইলে কৃষকের সার্বিক বিকাশ কতটা হইবে, নাকি পণ্যের যথাযথ দাম না পেয়ে কৃষক সর্বস্বান্ত হইবেনসে উত্তর সময়েই পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী তো দেশের কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সে প্রতিশ্রুতিও তিনি পালন করিতে পারেননি। পক্ষান্তরে অনাহারে কৃষকের মৃত্যু বা ঋণভাবে জর্জরিত হইয়া কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা মোদি জমানায় বহু ঘটিয়াছে। বিল পাশের পরই দিনটিকে ভারতের কৃষির ইতিহাসে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মুহূর্তত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ইহাতে নাকি ভারতীয় কৃষির উন্নতির দরজা খুলিয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের অন্তরের ব্যথা বেদনার কথা তাঁহার কানে পৌঁছায় না। খবর রাখেন না কৃষকের দুর্দশারও। বিল-এ পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নাই। তারা প্রশ্ন তুলিয়াছে, কর্পোরেটরা কৃষককে ন্যায্য মূল্য দেবে কি? তবে এই বিল পাশ হওয়ায় খুশি হইতে পারে কর্পোরেট জগৎ। পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক চাষের রাস্তা যেভাবে প্রশস্ত করা হইয়াছে তাহাতে কৃষক শোষণের সম্ভাবনাও অমূলক নয়। আমাদের দেশের বহু চাষিই আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে তাঁহার শস্য হিমঘরে রাখিতে অক্ষম। সেক্ষেত্রে কর্পোরেটের সঙ্গে শস্যের দাম কষাকষি করার ক্ষমতাও তাঁহাদের অনেকের নেই। কর্পোরেটের দেওয়া দামে তাঁহারা যে ফসল বেচীতে বাধ্য হইবেন না এ গ্যারান্টি কি সরকার দিতে পারিবে? আসলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাটির কোনও যোগ নেই।স্বার্থরক্ষায় কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর অজানা।

রাজ্যসভায় যেভাবে কৃষি বিল পাশ করানো হইল তাহা দেশের শাসকের গা জোয়ারি মানসিকতারই বহিরপ্রকাশ। সরকার পক্ষ আত্মতুষ্ট হইলেও ওই বিল দু'টিকে ঘিরে যে বিতর্ক দানা বাঁধি য়াছে তাহাতে সরকারের অস্বস্তি বাড়িবে বই কমিবে না। সরকারের অন্দরেই এ নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ইতিমধ্যেই সঙ্ঘ পরিবারের স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ ও ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ নাকি চাষিদের এমএসপি নিশ্চিত করার দাবি করিয়াছে। যাহাতে বেসরকারি সংস্থা এমএসপি থেকে কম দামে ফসল কিনিতে না পারে। তাই কৃষিপণ্য বাণিজ্য ও কৃষি ফসলের দামের সুরক্ষার যুক্তিতে ৫৬ ইঞ্চির ছাতির প্রধানমন্ত্রী যতই বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করুন দেশের কৃষকরা গর্জে উঠিলে সে ধাক্কা তিনি সামলাতে পারিবেন তো? বিরোধীরা তো আছেই, বিজেপি শাসিত কোনও কোনও রাজ্যের কৃষকরাও বিলের প্রতিবাদে পথে নামিয়াছেন। বিতর্কিত বিলকে কেন্দ্র করিয়া ঘরে-বাইরের চাপ নিঃসন্দেহে সরকারের অস্বস্তি বাড়াইবে। কৃষিবিদ যাহাতে কৃষকদের সর্বনাশ ডাকিয়া না দিতে পারে সেই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার বিষময় ফল সরকারকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান।কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষে কৃষকদের নিয়া ছলচাতুরি কোনভাবেই দেশবাসী মানিয়া নিবেন না। এই কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে মনে রাখিতে হইবে। অন্যথায় ভুলের মাশুল দিতে হইবে।

দুর্গাপুরে ফের রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক বিনোদ সনকার

দুর্গাপুর, ১৯ নভেম্বর(হি.স.): ' মমতা দিদির পুরো ভোট ব্যাঙ্ক বিদেশীর ওপর নির্ভর। বাংলাদেশীদের নিয়ে পশ্চিমবাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতি সমীকরন বদল করে সরকার গঠন করতে চায়ছেন।' গত দুদিন ধরে দুর্গাপুরে রাঢ়বঙ্গ জোনের বৈঠকে এসে তৃণমূলের বহিরাগত "তকমা" দেওয়ার পাল্টা জবাবে তোপ দাগলেন বিজেপির বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ সনকার।

প্রসঙ্গত, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রণকৌশল তৈরী করতে রাজ্যের সাংগঠনিক পাঁচটি জোনের একই সঙ্গে বৈঠক শুরু করে বিজেপি। আর ওই বৈঠকে পাঁচ জোনের বিজেপির বিশেষ পর্যবেক্ষক এসেছেন বিভিন্ন রাজ্যের কার্যকর্তা। রাঢ়বঙ্গ জোনের পর্যবেক্ষক এসেছেন বিনোদ সনকার। বুধবার প্রথম দিনের বৈঠক প্রসঙ্গে তৃণমূল পাঁচ পর্যবেক্ষককে বহিরাগত মাষ্টারমশাই ক্লাস নিতে আসার তকমা দেয়। আর ওই তকমার পাল্টা জবাবে তৃণমূলকে একহাত নিয়ে বিনোদ সনকার বলেন,' মমতা দিদি র মমতা দিদির পুরো ভোট ব্যাঙ্ক বিদেশীর ওপর নির্ভর। বাংলাদেশীদের নিয়ে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতি বদল করে সরকার গঠন করতে চায়ছেন।'তিনি আরও বলেন,' মমতা ব্যানার্জী গুন্ডা নিয়ে বেআইনী কাজ করছেন। কেন্দ্রের আমলাদের এরাজ্যে কাজ করতে দিচ্ছেন না। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের নেতা হয়ে কাজ করছেন। তাদের সাংবিধানিক মর্যদায় কাজ করার অনুরোধ ও সজাগ করছি। সাংবিধানিক দায়িত্ব ছেড়ে একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন। এটা অসংবিধানিক, বেআইনী ও দুর্ভাগ্যজনক। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে ওই সব পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে।' তৃণমূল সাংসদ কল্যান ব্যানার্জী বিভিন্ন যোজনায় কৃষকদের ও উপভোক্তাদের রাজ্যকে উপেক্ষা করে সরাসরি অ্যাকাউন্টে অনুদান দেওয়াকে অসংবিধানিক বলেছেন।তার পাল্টা জবাবে বিনোদ সনকার বলেন,'কল্যানদা এই দেশের সর্বো সদনের সাথী আমি। যদি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা দেওয়া অসংবিধানিক হয়। তাহলে তিনি সদনে কেন তোলেন নি। অবিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যে সেখানের রাজনৈতিক দল আরোপ লাগাচ্ছেন না। অসংবিধানিক হলে পার্লামেন্টে ওনার বিষয়টি তোলা উচিত ছিল। তিনি আইনজীবি। আদালতে কেন যাচ্ছেন না? ' তিনি বলেন,' কল্যান ব্যানার্জী কৃষকদের ও বাংলার জনগনকে বিভ্রান্ত করছেন।' এদিন তৃণমূলের ধর্মের নিয়ে রাজনীতির অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন,' কেন্দ্রের কোন যোজনায় তৃণমূলের মত জাতপাত ধর্ম রাখা হয় না। কিষান কল্যান যোজনা থেকে উজ্জ্বালা যোজনা, আয়ুষ্মান যোজনা কোথাও জাত ধর্মের উল্লেখ নেই। আমরা উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের মন জয় করতে চাই।' বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ জানুয়ারী জাতীয় ছুটি ঘোষণার অর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে ট্রেন না চালানো হলে সংক্রমণ ছড়াবে, দায় নিতে হবে রেলকেই

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় সাত মাস পর লোকাল ট্রেন চালু হলো। চালু হতে না হতেই উপচে পড়ছে ভিড়। যে পরিস্থিতিতে চলথে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব রেল পরিষেবা, তাকে একদিন পরেই জরুরি বৈঠকে রাজ্যের সম্মতিক্রমে আগের মতেই সব ট্রেন চালানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হল। এছাড়া এত ভিড় সামাল দেওয়া অসম্ভব কিন্তু এতে আরেক সমস্যা হলো এতদিন ধরে করোনা ঠেকাতে যেভাবে মানুষ দিনের পর দিন লকডাউনের আর্থিক বিপন্নতা মেনেও জীবন বাঁচাতে ঘরে ছিল এমনকি কদিন আগেই সংক্রমণ ছড়ানো বন্ধ করতে যেভাবে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ঢোকা নিষেধ করল হাইকোর্ট তারপর এত কিছুর পর সেই মানুষ একেবারে গায়ে গা দিয়েই ভিড়ে ট্রেনে উঠতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিটা কামারার প্রতিটা মানুষের মধ্যে এরপর সংক্রমণ ছড়াতে বাধ্য । কয়েত সপ্তাহের মধ্যে এর ফল গোটা রাজ্যের সংক্রমণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে যে রাজ্যে দ্বিতীয়বার লকডাউন ঘোষণা করেত হতে পারে। আগামী ভোটে এর প্রতিক্রিয়া পড়বে পুরোপুরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, তাই রেল কিংবা রাজ্য কেউই এর দায় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না। অবিলম্বে তাই অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে সবার আগে থাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তারপর ট্রেন চলুক।

রাজ্য সরকার এবং রেল যেভাবে আলোচনা করে ভেবেছিল যে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেন চালানো হবে সেই ভাবনা বাস্তবে ট্রেন চালু হয়েছে। ভাবা হয়েছিল অর্ধেক যাত্রী নিয়ে অর্ধেক ট্রেন চলবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ছিল স্টেশনেই তারে উঠতে না দেওয়া। কিন্ত যেভাবে যাত্রীরা সেটশনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছেন সেখানেই তো দূরত্ব বিধি থাকছে না। এরপর ট্রেন আসার সময় যেভাবে গায়ে গা ঘেসে উঠছে, দাঁড়াচ্ছে সেই আগের মতই তারপর আর স্বাস্কবিধি মেনে ট্রেন চালানোর কোনো উপায় থাকছে না। উপায় থাকত যদি স্টেশনে প্রবেশ পথ আটকে সীমিত সংখ্যক যাত্রীকে স্টেশন পর্যন্ত পৌছতে দেওয়া হতো। সেই ব্যবস্থা একমাত্র করা সম্ভব কিছু বড়ো স্টেশনে, কিন্ত ছোট স্টেশনের সব দিকে খোলা। যাত্রী নিয়ন্ত্রণ তাই অসম্ভব। তাই এই মুহূর্তে শহ্রতলির ট্রেন চালু করার এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

যখন লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সংক্রমণের হার এবং রাজ্যে করোনা সংক্রমণের ঘটনা দুটোই অনেকই কম ছিল, বুধবার থেকে লোকাল ট্রেন চালু হলো যখন তখন সেই সময় রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি বেশ ভয়াল। প্রতিদিন প্রায় চার হাজারেরও বেশি সংক্রমিত হচ্ছে এই রাজ্যে। যদিও সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে তবেপরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। এর মধ্যেই লোকাল ট্রেন চালু হওয়া মানে, পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়া। এটা জেনেই একপ্রকার বাধ্য হলো রাজ্য সরকার নিয়মিত এই ইস্যুতে খোঁচা খেতে খেতে। শুরু হলো রাজনৈতিক তরজা, মিডিয়ার সমালোচনা, সোশ্যাল মিডিয়ার আলোড়ন। ভোটের মুখে তাই পিছু হটে প্রমাদ গুনল রাজ্য। রেলকে সবুজ সংকেত দিল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেন চালানো ছিল প্রধান শর্ত। রেল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা বিধি মেনে চলার কথা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলল। কিন্তু সেসব কতটা কার্যকর হচ্ছে তা ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ার পর দেখা গেছে। কার্যত যাত্রীদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টেশন চত্বরে প্রয়োজন আরও অনেক পর্যাপ্ত রেল ও আরপিএফ কর্মী যাঁরা সর্বদা পরিস্থিতির উপর

নিয়ন্ত্রণ জারি রাখবেন। এখন যা চলছে তাতে রাজ্যের মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। এর জন্য দায় আছে যাত্রীদেরও। কিন্তু কিছু তো করার নেই। দেশের প্রশাসনকেই দায় নিতে হয় দেশকে সঠিকভাবে চালানোর। প্রশাসনের কাজ তো সেটাই। নিয়ম । জনগন মানতে নিয়ম তখনই বাধ্য হয় যখন প্রশাসন নিয়ম না মানলে ব্যবস্থা নেয়। এখন রেল যদি সেই প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ হয় তার দায় তো রাজ্য সরকারের নয়। রেলকে নিতে হবে সঠিকভাবে যাত্রী নিয়ন্ত্রণের।

প্রথম দুদিনেই রেল থেকে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল দেখা যাচ্ছে। বহু মানুষ এখনও রাস্তাঘাটে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করছেন না। অনেকেই দূরত্ব বিধি মানছেন না। ফলে সংক্রমণের বৃদ্ধির আশঙ্কা অনেকটাই থেকে যাচ্ছে। যদিও দীর্ঘদিন বন্ধ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন আগে মেট্রোরেল চালু হয়ে যায় তাতে কোনো খারপ ফল এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এটা স্বস্তির এবং সুখের খবর বলেই মনে করা হয়েছে। কিন্তু সে এটা দেখা গেল মেট্রো যা পরে পূর্ব দক্ষিণ পূর্ব রেল তো সেটা পারে না। কারণ যাত্রীর চলাচলে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই।

সার্বিক করোনা পরিস্থিতি বিচারে এই মুহূর্তে লোকাল ট্রেন চালু হয়, উপযুক্ত সময় নয়। আর যদি লোকাল ট্রেন টালু হয়, তাহলেও আগের মতন ট্রেন সংখ্যায় থাকা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ৯১৫টি ট্রেন পরিষেবা চালু ছিল। এটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। মনে করা হচ্ছে লোকার ট্রেন টালু করার আগেই, আগের মতই স্বাভাবিক সংখ্যায় ট্রেন দেওয়া উচিত ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে এইখানে ভুল ছিল কারণ সাধারণ পরিস্থিতিতেই তিল ফেলার জায়গা থাকে না লোকার ট্রেন গুলিতে তাহলে এই করোনা পরিস্থিতিতে ট্রেন সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করা হলো। কামরায় যে দমবন্ধ পরিবেশে যাত্রীরা যাতায়াত করেন, কোনভাবেই তাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্ভব নয়। কেবল কথা কথাই থেকে যাবে স্বাস্থ্যবিধি শব্দটি। কার্যত তার রূপায়ণ হবে না। ফলে মনে করা হচ্ছে করোনা এবার আরও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। লোকাল ট্রেন চালুর পর প্রথম দিনই বেলা বাড়তেই ভিড়ে উপচে পড়ল। স্টেশনে ও টেরেন্নে ভিতর উধাও হলো স্বাস্থ্যবিধি। ট্রেনের চেনা গাদাগাদি ভিড়ে যাত্রীদের দূরত্ব বিধি মানতে দেখা গেল না।

বুধবার থেকেই শিয়ালদহ ৪১৩ টি এবং হাওড়া ডিভিশনে ২০২ দুটি লোকাল ট্রেন চালানোর কথা আগেই হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতি মাথায় রেখে সুরক্ষা বিধির জন্য সব রকমের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকটি স্টেশনে। শুরু থেকে নিয়ম শৃঙ্খলা বিধি নিষেধ ও নেই যাত্রীরা লোকাল ট্রেনে উঠেছিল।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা পাল্টে গেল, স্টেশন গুলির ভেতরের ছবিটা একেবারে বদলে যায় গাদাগাদি ভিড় দেখা যায় স্টেশনগুলোতে কামরার মধ্যে ভিড় উপচে পড়ে। বেশিরভাগ কামরাতেই যাত্রীদের আর দূরত্ব বিধি মেনে চলতে দেখা যায়নি। পরে বাদুর ঝোলা ভিড়ের ছবি দেখা শুরু হয়। বর্ধমান থেকে প্রায় এক হাজার যাত্রী নিয়ে হাওড়া ঢোকার পর যেদিন দেখা গিয়েছিল তাতেই অনুমান করা গিয়েছে আজ থেকে লোকাল ট্রেন চালু হলে সেই ভিড় কি রকম হতে পারে। যাত্রীদের দাবি অফিস টাইনে ট্রেনের সংখ্যা না বাড়লে যাত্রীদের পক্ষে দূরত্ব বিধি মেনে চলা সম্ভভ হবে না, তাই রেল কর্তৃপক্ষকে আরো সচেতন হতে হবে। ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়তে হতে পারে। বলেই মনে করছেন রেল কর্তৃপক্ষ। সেটা করার জন্য ব্যবস্থা হোক।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে রেল স্টেশনে যাত্রী আসায় নিয়ন্ত্রণ জারি করা দরকার। নইলে লোকাল ট্রেন পরিষেবা আবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে সরকার। অথবা, করোনা যেভাবে ছড়িয়ে পড়বে গ্রামে গ্রামে এবার সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে। সাত মাস আগে করোনা শুরু হয়েছিল বহিরাগত বিমান ও রেল যাত্রীদের আগমন থেকে। ফলে সংক্রমণ মূলত নির্দিষ্ট করে সীমাবদ্ধ ছিল মহানগর এবং পাশ্ববর্তী শহরকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিতে। সঠিক সময়ে লোকাল ট্রেন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে করোনা আর রাজ্যের মফস্বল ও গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু এবারযে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হল করোনা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে মফস্বল থেকে গ্রাম অঞ্চলে লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে দিয়ে। এখানো করোনায় প্রতিদিন আক্রান্তের পরিমাণ এই র াজ্যে যথেষ্ট বেশি। তাই বারংবার ভেবে এই ট্রেন চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

এটা একশ ভাগ সত্য যে করোনার মৃত্যুর আগেই মানুষ অনাহারে আর আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় এসে পৌছেছে (লোকাল ট্রেন চালু না হওয়ার জন্য। লোকাল ট্রেন চালু না হওয়ার ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে অনলাইনের সুগার বিগ রিটেল কোম্পানির দাপট এত বেড়ে গেছে যে স্থানীয় বেচাকেনাও কমে গেছে অনেকখানি। তাছাড়া সম অফিস

রাস্তায় চরম হেনস্থা দুর্ভোগ, সইতে হচ্ছে। একই সঙ্গে বেতনের একটি বিশাল অংশ শুধুমাত্র যাতায়াত খরচ হিসেবে চলে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন এই পরিস্থিতি চলতে পারে না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই লোকাল ট্রেন চালু হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। সেটা যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্ত প্রথম কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা বলছে সংক্রমণ ছড়াবে না। অথচ লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু থাকবে এমনটা করতে গেলে সেটা করতে হবে অবশ্যই স্টেশনে যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখে। প্রথমদিকে ভাবা হয়েছিল রেল এই নিয়ন্ত্রণ নিজের করে নিতে পারবে। পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে রেল হাত তুলে তার অসহয়াত জানিয়ে দিয়েছে। তাদের পক্ষে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বুঝে তারা যে যা করথে সেটাই চুপ করে চোখ বুজে দেখছে। কিন্ত এটা তো ঠিক না। দার তো নিতে হবে রেলকেই। তার জন্যই স্টেশনে ওঠার সমস্ত জায়গা গুলি বাঁশ দিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার। এবং মেট্রো রেলের মতন স্টেশনে প্রবেশপথ ঘিরে রাখা দরকার। প্রতিটি স্টেশন ট্রেন পিছু দশ বিশটি টিকিট বিক্রি করুক। নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট বিক্রির পর বন্ধ রাখতে হবে যাতে ইচ্ছে করলেও আর কেউ না উঠতে পারে। মেডিকেল ইমারজেন্সি পরীক্ষার্থী ছাড়া অফিস টাইমের কোনো ট্রেনে সাধারণ যাত্রীদের জন্য টিকিট বিক্রি হবে না সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র সিজন টিকিটের যাত্রীরাই উঠবেন। প্রতিটি স্টেশন থেকে টিকিট কেটে শুধুমাত্র গোটা ট্রেনে ১০-২০ জন সাধারণ যাত্রী প্রতিটি ট্রেনে উঠতে পারেন আগে আসার ভিত্তিতে অর্থাৎ সরকার যদি মনে করে বারোশো আসনের বদলে ৬০০ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চলবে তাহলে সেটার জন্যেই প্রতি স্টেশন গিছু প্রতি ট্রেনে ১০-২০ টির বেশি ট্রেনের টিকির বিক্রি করা যায় না। একটি লাইনে পনেরো বা কুড়িটি স্টেশন থাকলে এভাবে ট্রেনে দশ তিনশ যাত্রী নেওয়া যাবে। বাকিরা বরাদ্দ সিজন টিকিটের জন্য। যা কিছু হুড়োছুড়ি স্টেশনে ওঠার আগে সেটা স্টেশনে ওঠার সিঁড়ির নিচে হোক। সেখানকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায় নিকরাজ্য পুলিশ ও স্টেশন দুরত্বরেখে যাত্রীদের দাঁড় করাতে দায়িত্ব নিকে আর পিএফ। টিকিট কাউন্টারের সামনে যেন কোনো জমায়েত না হয় এবং সেখানেও ছয় ফুট দূরে প্রত্যেককে দাঁড়াতে বাধ্য করা হোক। রেল রেক বাড়াতে চেষ্টা করুক। যতদূর সেটা সম্ভব। গোটাস্টেশন চত্বর পুরোপুরি (বিভিন্ন স্থান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তাগুলি বন্ধ করে) বাঁশ দিয়ে আটকে ফেলা দরকার। শুধুমাত্র একটি জায়গা দিয়ে ঢোকা এবং বেরোনো এবং সেখানে থার্মাল গান দিয়ে পরীক্ষা করে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

রাতারাতি রেলের রেকের সংখ্যা খুববেশি বাড়ানো সম্ভভ হবে না তাই প্রতিটি গাড়িকেই সেমি গ্যালোপিং করে দুটো বা তিনটি স্টেশন অন্তর দাঁড় করিয়ে চালাতে পারলে একই গাড়ি দুবার করে ঘোরানো সম্ভব হবে তাতে গাড়ি চালানোর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে। দুটি গাড়ির মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক কমে যাবে। যে

গাড়িটি যে যে স্টেশনে দাঁড়াবে না পরের অল্টারনেটিভ সিস্টেমে চালাতে পারলে সীমিত সংখ্যক রেল নিয়েই অল্প সংখ্যক যাত্রী নিয়ে আপাতত রেল পরিষেবা চালু রাখা যেতে পারে। তবে তার জন্য চাই নতুন সিগন্যালিং ব্যবস্থা। সেখানেও বিপত্তি। মুম্বইয়ের মতো কলকাতার অবস্থা নয়। মুনতে সিগন্যালিং ব্যবস্থা অটোমেটিক। সেটা তো চাই বললেই করা সম্ভব নয়। তাই এই রাজ্যে ইচ্ছে মতো রেল ট্রেন বাড়াতে পারবে না। রেক ঘন ঘন দিতে পারবে না। তাই গচুর, যাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে ট্রেন চালু রাখতে গেলে স্টেশনেই যাত্রী সমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতি ট্রেন পিছু খুব সীমিত সংখ্যক ওই দশ কুড়ি জন যাত্রী যারা টিকিট কাটতে পারবেন এবং সিজন টিকিটের যাত্রী কেবলমাত্র তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হোক।

এই পরিস্থিতিতে সবার আগে সমস্ত স্টেশনে ওঠা নামার পথ বাঁশ দিয়ে বন্ধ রেখে একটি মাত্র পথ দিয়ে যাত্রী চলাচল করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। থার্মাল স্ক্রিনিং এর ভিত্তিতে এক এক করে যাত্রীর চেকিংয়ের পর প্রবেশের টিকিট কাটা ও ট্রেনে ওঠার ব্যবস্থা করতে হবে। টিকিটদেওয়ার সময়ে এবং সেটা দেখিয়ে ট্রেনে উঠতে হবে। টিকিট কাটার পর বা যাদের সিজন টিকিট আছেত্ত তাদের প্রত্যেককে মাস্ক পরে থামল স্ক্রিনিং গেটে দাড়াতে হবে। সেখানে রেলের কোনো কর্মীকে চেকিংয়ের দায়িত্ব দিতে হবে। এভাবেই যাত্রী ওঠার মতো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাই। তবেই সীমিত যাত্রী স্টেশনে আসবে যাবে। নইলে ট্রেন বন্ধ করে দিতে হবে। যেভাবে শহরলির ট্রেন চালু রয়েছে সেটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অবিলম্বে এই অরাজক পরিস্থিতি বন্ধ না হলে করোনা এত দ্রুত এত বেশি সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়তে পারে যে হয়ত এরপর রোগী রাখার মতোই বেড পাওয়া যাবে না করোনা হাসপাতলগুলিতে। এমন আশঙ্কা কিন্তু অমূলক নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিল্পীদের ভাড়া বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ, কেন্দ্রের বলদর্পী ভাবনা

অশোক সেনগুপ্ত

আইনের বিচারে ওঁরা এককথায় দখলদার। ওঁদের উঠতে বলা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ওঁরা মানে, কিছু বিখ্যাত শিল্পী ও রাজনীতিক। দিল্লির সরকারি আবাস ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওঁদের। বিরোধীদের একাংশ এটা নিয়েও রাজনীতি করার চেষ্টা দাবি করছেন। ওঁরা দাবি করছেন, সরকার ঠিক কাজ করছেন না।

এ ব্যাপারে সঠিক ঘটনা অনেকেরই অজানা। মেট্রোপলিটন দিল্লির আয়তন ৩,১৭৯ বর্গকিলোমিটার। এক কোণে ২৬ বর্গকিলোমিটারের ওপর ব্রিটিশ আমলেই তৈরি হয়েছে লুটিয়েনস বাংলো জোন। হাই প্রোফাইল এই হেরিটেজ জোনে ১,১১৪টি বাংলো ও ফ্ল্যাট আছে। সেখানে কাদের থাকতে দেওয়া হবে, সেটা ঠিক করতে জনপ্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট নানা দফতরের আমলাদের নিয়ে তৈরিকমিটি আছে। তারাই সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, যাঁকেই থাকতে দেওয়া হোক, শর্তসাপেক্ষে, সাময়িক নামমাত্র ভাড়ায় এই অনুমতি দেওযা হয়। গত শতকের ছয় এবং সাতের দশক থেকে সেখানে দখল করে থাকাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বাঁধতে থাকে। এর পর আস্তে আস্তে এটা একটা ঘা-এর মত হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ সালে সংশ্লিষ্ট আইন পরিমার্জন করা হয়। তা সত্বেও মুস্কিল আসানের পথ মেলেনি।

লুটিয়েনসের এই রাজসিক আবাসে ভাড়া নেওয়ার নির্দিষ্ট কিছু নীতি আছে। সেগুলো হল১) যাঁরা ভাড়া নিচ্ছেন ৬০ বছর বয়স হলে ছেড়ে দিতে হবে, ২) এক পর্যায়ে তিন বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হব, দুই লপ্তের বেশি ভাড়া পাওয়া যাবে না, ৩) মাসিক পারিবারিক আয় ২০ হাজার টাকার বেশি হলে চলবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, অনেকে বার বার বলা সত্বেও ৩০-৩৫ বছর ধরে সরকারি আবাস দখল করে রেখেছেন। মূল ভাড়াটিয়ার প্রয়াণের পর তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরা থেকে গিয়েছেন। ওঠার নাম নেই। সব কিছু খতিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট আগেই লুটিয়েনসের মেয়াদ উত্তীর্ণ আবাসিকদের উচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছে।

বছরের পর বছর জায়গা না ছেড়ে, যৎসামান্য ভাড়া হওয়া সত্বেও তা না দিয়ে থাকার অভিযোগ ওঠে ওখানকার বেশ কিছু আবাসিকের বিরুদ্ধে। ২০০৭-এর ১৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট অনাদায়ী ৫০ কোটি টাকা ভাড়া আদায়ে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানতে চায়। ভাড়া না দিয়ে আটকে রাখার তালিকায় ছিলেন বিভিন্ন দলের প্রভাবশালী রাজনীতিক ও শিল্পী। সংশ্লিষ্ট আইনে আছে, থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে হবে। সেটাও আবাসিকদের প্রায় কেউ দিতে চান না। ২০১৪ সালে এ রকম ২৭ জন শিল্পী-আবাসিকের থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই আবাস ছাড়েননি, অনুরোধ ও আবেদন করেন জরিমানা না নিতে। এংদের মোট জরিমানার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। গত ৮ নভেম্বর অমিত শাহর নেতৃত্বাধীন বাসস্থান-বিষয়ক মন্ত্রিসভার কমিটি ওই বকেয়া মুকুব করে দেয়।

এবার সরকার একটু কঠোর পদক্ষেপ নিতে চান। বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিরজু মহারাজ, চিত্রশিল্পী যতীন দাস, সন্তুরবাদক ভজন সোপোরি, মোহিনীঅট্টম শিল্পী ভারতী শিবাজী-সহ মোট ২৭ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নোটিস দিয়ে বলা হয়েছে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্য বাসা দেখে নিতে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এঁদের থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তাঁদের 'এক্সটেনশন' দেওয়া হবে না। নোটিস পাওয়া শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা ৮৩ বছরের বিরজু মহারাজ। তিনি এর বিহিত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি আশা করছেন, প্রধানমন্ত্রী সব দিক বিবেচনা করা সিদ্ধান্ত নেবেন। ৪২ বছরের আস্তানা গোটাতে হবে না। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি রয়েছেন শাহজাহান রোডে। এশিয়াড ভিলেজে যতীন দাস থাকেন ১৯৮৮ সাল থেকে। গোটা ঘটনায় দুঃখিত বিরজুর বক্তব্য, "গোটা দেশে তথা দিল্লিতে যখন অতিমারির প্রবল প্রকোপ চলছে, সেই সময় আমার মতো বয়স্ক মানুষ কী ভাবে বাড়ি খুঁজতে বেরোবে? উচ্ছেদের চিঠি যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁদের আর একটু সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল।" যতীন দাস ক্ষোভের সঙ্গে জানাচ্ছেন, "আমার দ্বিতীয় কোনও বাসস্থান নেই। এখন রাতারাতি যাব কোথায়? এখানেই তো আমার সব কাজ ছড়িয়ে রয়েছে। আজ আমাদের এ ভাবে বিপদে ফেলে দেওয়া হল!" ধ্রুপদী শিল্পী ওয়াসিফুদ্দিন ডাগর, প্রয়াত শিল্পী গুলাম সাদিক খান, সাবরি খান, আসাদ আলি খানের পরিবারেরও একই সুর।

দখলদারদের বক্তব্য, প্রশ্নটি আইনের নয়, সম্মানের। প্রথমত, সরকারের তরফে মেয়াদ বাড়ানোই হয়ে এসেছে বরাবর। তাতেই শিল্পীরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স ফি-ও বেড়েছে। সেটাও দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এত বছর ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম উজ্জ্বল করার পর এবং সাংস্কৃতিক সব কাজে কেন্দ্রের পাশে থাকার পর উচ্ছেদের নোটিস গভীর অপমানজনক বলে তাঁদের মত।

অনেকেই এঁদের সমর্থন করে সরব হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কি খোঁজ নিয়েছেন, বাড়িগুলি বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে সরকারের যে নিয়ম, তাতে মেয়াদ শেষে এঁদের উঠতে বলাটা আদৌ বেআইনি? বিখ্যাতরা প্রত্যেকে যথেষ্ঠ উপার্জনশীল। ক্ষমতার অলিন্দে যাতায়তের সুবাদে দিল্লির রাজসিক আবাসে জলের দরে ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু আইন মেনে ছাড়তে চাইছেন না। 'দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছি' বলে যাঁরা অজুহাত দেখাচ্ছেন, তাঁরা দেশের না নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করে নানা সুবিধা নিয়েছেন প্রশ্ন উঠেছে। "অতিমারির প্রবল প্রকোপ চলছে, সেই সময় আমার মতো বয়স্ক মানুষ কী ভাবে বাড়ি খুঁজতে বেরোবে" এই সব ছেঁদো যুক্তি হাস্যকর বলেই মনে করছেন অনেকে। কারণ, আবাসন ব্যবহারের শুরুতেই তো আবাসিকরা সংশ্লিষ্ট আইন মানার লিখিত মুচলেকা দিয়েছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার মর্যাদার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিবস পালিত হয় রাজ্যে। ছবি- নিজস্ব।

বিটিসি নির্বাচনে বিজেপিকে নয়

বড়োল্যান্ডের স্থানীয় দলের প্রার্থীদের ভোট দিতে বাঙালিদের আহ্বান আহ্বান প্রদীপের

শিলচর (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : আসন্ন বিটিসি (বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল) নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট না দিতে বাঙালিদের আহ্বান জানিয়ে এবার রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সরাসরি মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রদীপ দত্তরায়। তিনি মনে করেন, বাঙালিদের মতো বড়ো জনগোষ্ঠীয় মানুষও বিজেপিকে ভোট দেবেন না।

এক বিবৃতি জারি করে সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায় বলেছেন, বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল-এর নির্বাচনে এবার বিজেপিকে কোনও বাঙালি ভোট দেবেন না। এর কারণ বিজেপি হচ্ছে বাঙালি বিরোধী দল। এছাড়া বাঙালিদের সঙ্গে বড়ো জনগোষ্ঠীয় জনগণের দীর্ঘ পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৮৭ সালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন চলাকালীন বোড়োল্যান্ডের তদানীন্তন ছাত্রনেতা উপেন ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আকসা-র। প্রদীপ দত্তরায়ের ভাষায়, 'সে-সময় যৌথ সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমরা বড়োল্যান্ড কাউন্সিলকে সমর্থন করবো আর তাঁরা বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সমর্থন জানাবেন।' সে অনুযায়ী কাজও হয়েছিল। এর পর থেকে উপেন ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই থেকে বোড়োল্যান্ডের বাঙালিরা নিরাপদে বসবাস করে আসছেন বলে দাবি করেছেন বক্তা।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত বোড়োল্যান্ডে কোনও বাঙালি হেনস্তা বা অত্যাচারিত হয়েছেন বলে খবর নেই। এই প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বোড়োল্যান্ডের সমস্ত বাঙালিদের বিটিসি নির্বাচনে একটি ভোটও বিজেপিকে দিয়ে নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। পাশাপাশি বোড়োল্যান্ডে যে সব স্থানীয় দল রয়েছে তাদের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি। কারণ বিজেপি চক্রান্ত করে গোটা বোড়োল্যান্ডকে দখল করতে চাইছে। তাঁরা জাতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে বোড়োল্যান্ডে এলাকার অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে চাইছে। তাই বোড়োদের এখন সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। কোনও অবস্থায় বিজেপিকে একটি ভোটও না দিতে বলেন তিনি।

প্রদীপ দত্তরায়ের অভিযোগ, অসম সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে যাচ্ছে। বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালে ভাষা আন্দোলনে যে ১১ জন শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে শিলচর রেলস্টেশনকে ভাষাশহিদ স্টেশন নামাকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়পত্র দেওয়ার পরও রাজ্য সরকার তা আটকে রেখেছে। এছাড়া বরাক উপত্যকার কোনও বাঙালির সরকারি চাকরি হচ্ছে না। সম্প্রতি ৫ হাজার টেট শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, বরাক উপত্যকা থেকে পেয়েছে মাত্র ২৫ জন। স্বাস্থ্য বিভাগে ৩০০ জন নার্সের নিযুক্তি হয়েছে, বরাক উপত্যকা থেকে একজনও পাননি। কৃষি বিভাগের ১৬৭ জনের নিযুক্তি হয়েছে, বরাকের একজনও নেই। এই বিজেপি সরকারের আমলে বাঙালিদের সঙ্গে বঞ্চনার ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেওয়া তো দূরের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় অসমে নতুন করে আরও ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে উঠছে।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অসমের দুটি পেপার মিল চালু করে দেবেন। কিন্তু আজও তা চালু হয়নি। অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের মহাসড়কের কাজ আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। বিভিন্নভাবে বাঙালিদের সঙ্গে বঞ্চনা ও প্রতারণা করে যাচ্ছে বিজেপি। তাই বোড়োল্যান্ড এলাকার সমস্ত বাঙালিকে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট না দেওয়ায় জন্য আহ্বান জানান প্রদীপ দত্তরায়।

ত্রাণ বন্টন নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কংগ্রেসের

হায়দরাবাদ, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): ত্রাণ দেওয়ার নাম করে বন্যাদুর্গতদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সরকার। বৃহস্পতিবার এ ভাষাতেই তেলেঙ্গানার টি আর এস সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব প্রদেশ কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি তথা সাংসদ রেবন্ত রেড্ডি দাবি করেছেন, বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সরবরাহের বিষয়টি সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখছেন না। রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করার পর থেকে নিজের নাম বন্যা দুর্গত হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরে ভিড় উপচে পড়ছে। ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই ভিড়ে শিশুদের নিয়ে মহিলাদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকার পরও কোনও সুরাহা হয়নি। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার জেরে এক মহিলা প্রাণ হারিয়েছে। জনগণকে ত্রাণ সরবরাহ করার নামে গ্রেটার হায়দারাবাদ নগর নিগমের নির্বাচনে ভোট নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করে যাচ্ছে টি আর এস। ত্রাণের জন্য বরাদ্দ অর্ধেকেরও বেশি অর্থ টিআরএস নেতাদের পকেটে চলে গিয়েছে। জনগনের উচিত নির্বাচনে এই সকল নেতাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া।

গুপকর নিয়ে কংগ্রেসের নিন্দায় সরব যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): গুপকর গোষ্ঠী নিয়ে কংগ্রেসের নিন্দায় সরব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বললেন তিনি। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের লখনউতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে দুই মুখো নীতি নিয়ে চলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের এই নীতি রাষ্ট্রীয় একতা এবং অখণ্ডতার বিরোধী। কংগ্রেস বরাবরই রাষ্ট্রীয় ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের কংগ্রেস প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করে গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৫ আগস্ট ২০১৯ সালে ৩৭০ এবং ৩৫বি ধারা অবলুপ্তির জন্য ভারত বরাবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তারা দুজনে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনাকে সার্থক করে দেখিয়েছেন। ৩৭০ ধারা থাকার ফলে উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছিল পাশাপাশি এই ধারায় উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। গুপকর কনভেনশনে যেসকল স্থানীয় রাজনৈতিক দল যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে কংগ্রেসও রয়েছে। কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা পি চিদম্বরম এবং গুলাম নবি আজাদ ৩৭০ ধারা বহাল করার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

মধ্যপ্রদেশ পুলিশের হাতে অসমের হাজোয় গ্রেফতার সাইবার অপরাধী

হাজো (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশ পুলিশের হাতে অসমে গ্রেফতার সাইবার অপরাধী। কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত হাজোর দামপুর থেকে গ্রেফতার সাইবার অপরাধীকে স্থানীয় জনৈক স্কুল শিক্ষক মির আলম সহিদ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

হাজো পুলিশ জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের সিউনি জেলার লক্ষণাদ্রোণ থানার অন্তর্গত জনৈক দীনেশ রায় ওরফে মুনমুন নামের ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কৌশলে ৪ লক্ষ ৫১ হাজারা টাকা তুলেছিল ধৃত মির আলম সহিদ নামের ব্যক্তি। গত দুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের লক্ষণাদ্রোণ থানার পুলিশ এসে অসম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার বর্ণনা দেয়। তাঁদের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে হাজোর দামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মধ্যপ্রদেশ এবং অসম পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে। মির আলম স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজো এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বলা হচ্ছে, একাংশ অপরাধী এখন তীর্থনগরী হাজোর নাম কলঙ্কিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। ধৃতকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

গুপকর নিয়ে কংগ্রেসের নিন্দায় সরব মুক্তার আব্বাস নাকভি

শ্রীনগর, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): গুপকর গোষ্ঠী নিয়ে নিন্দা সরব হলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। গুপকর গোষ্ঠীকে বিভ্রান্তকারী গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মুক্ত আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, এই গোষ্ঠীর নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের মনের মধ্যে ভয় এবং বিভ্রান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, গুপকর ডিক্লারেশন নিয়ে কংগ্রেসের মুখে কুলুপ আঁটা তাদের পরিবারতান্ত্রিক এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতির "ডায়িং ডিক্লারেশনে" পরিণত হবে। শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি এমন সংগঠন গুলির সাথে হাত মিলিয়ে চলেছে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে উপত্যকার ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। বহু দশকের বঞ্চনার পরে বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সর্বাত্মক উন্নয়ন জন্য কাজ করে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরের জেলা প্রশাসনের নির্বাচনের জন্য বর্তমানে উপত্যকায় গিয়েছেন মুক্তার আব্বাস নাকভি। একই প্রসঙ্গে এর আগে কংগ্রেসের নিন্দায় সরব হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

অসমবাসীকে ছট পূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : সূর্য দেবতার কাছে আত্ম-শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, বিশ্বাস এবং প্রার্থনার উৎসব ছট পূজা উপলক্ষ্যে রাজ্যের সর্বশ্রেণির জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি বলেছেন, ছট পূজার শুভক্ষণে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, যেখানে মানুষ সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে অংশ নেন। রাজ্যপালের আশা, এই উৎসব উদযাপনে চূড়ান্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস এবং মানবিক মূল্যবোধকে জড়িত করে জাগতিক বাসনা, ত্যাগ ইত্যাদি প্রতিরোধ করবে। শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল সবাইকে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ব্যাপারেও স্মরণ করিয়েছেন। নিজের নিজের এলাকা, রাজ্য তথা দেশ ও দশের সুস্থ কামনা করে সকলকে কোভিড প্রটোকল মেন ছট পূজার উৎসব উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়া কোনও সমাবেশ না করে রাজ্যবাসীর মঙ্গলার্থে আলোকের দেবতা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ছট পুজো উপলক্ষে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): করোনা বিধি মেনে ছট পুজো উদযাপন করুন। বৃহস্পতিবার নিজের ছট পুজো উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তায় একথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

ছট পুজো উপলক্ষে নিচের টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, আস্থার পবিত্র মহাপর্ব ছট পুজো উপলক্ষে দেশ এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ছট পুজোয় সূর্য উপাসনা ছাড়াও নদী, জলাশয় ও সকল জলাধারকে আরাধনার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করার পরম্পরা থেকেছে। ছট পুজো উপলক্ষে প্রকৃতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের সংকল্প গ্রহণ করি। করোনা বিধি মেনে এই উৎসব পালন করি। ছট মা সকল দেশবাসীকে আরোগ্য এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ প্রদান করুক।

পাকিস্তানের নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী

আবুধাবি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে এবার পাকিস্তানের নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। আগেই পাক নাগরিকদের ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সৌদি আরব। এবার সেই একই পথে হাঁটল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী।

আচমকা ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্তে ঘোর অস্বস্তিতে পড়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে থাকা বহু পাক নাগরিক। গত কয়েক বছরে অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে হাজার-হাজার পাকিস্তানি নাগরিকের নাম জড়ানোয় অস্বস্তি বেড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রশাসনেরও। সেই কারণেই ইমরানের দেশের বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থান নিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যদিও নাগরিকদের অনেকে অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়ানোর জেরেই যে তাদের ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, তা স্বীকার করেনি ইসলামাবাদ। করোনা পরিস্থিতির জেরেই ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি পাক সরকারের।

শিলিগুড়িতে নদী থেকে সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় নদী থেকে উদ্ধার হয় এক সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জানা গেছে, এদিন নৌকাঘাটের কাছে পোড়াঝাড়ে মহানন্দা নদীতে এক সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, বুধবার শিলিগুড়ির মহানন্দা নদী থেকে এক সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার হয়। ফের এদিন একটি শিশুর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): রাজধানী দিল্লির সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তার তৈলচিত্রে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, রাজ্যসভার সাংসদ গোলাম নবি আজাদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার মহাসচিব স্নেহলতা শ্রীবাস্তব, রাজ্যসভার মহাসচিব দেশ দীপক শর্মা, লোকসভার সচিবালয়ের সচিব উৎপল কুমার সিং। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবন ও কাজের ওপর আধারিত একটি ছোট পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৮৭ সালের ১৯ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরমন সংসদের সেন্ট্রাল হলে ইন্দিরা গান্ধীর তৈলচিত্রটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছিলেন।

বাংলাদেশের শিবগঞ্জে ভটভটি খাদে পড়ে মৃত ৯, আহত আরও ৬ জন

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ধানবোঝাই ভটভটি উল্টে খাদে পড়ে নিহত নয়জন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয়জন। বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার দাইপুকুরিয়া ইউনিয়নের বারিকবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- উপজেলার শাহাবাজ ইউনিয়নের বালিয়াদিঘী গ্রামের মৃত নওশাদ আলীর ছেলে আবুল কাসেম (৪০), এরফান আলীর ছেলে বাবুল (২২), তাজামুল হক (৫০) ও তার ছেলে মিঠুন (২৪), কাবিলের ছেলে কারিম (৪০), আমিরুল হকের ছেলে মিলু (৪০), রেহমানের ছেলে আতউল রহমান (২৮), দাইপুকুরিয়া সোনাপুরের মজিবুরের ছেলে চালক মাসুদ (২৩) ও আজিজুলের ছেলে আহাদ (২২)। আহতদের মধ্যে হামদুল (৩০) নামে একজনের নাম জানা গেছে। স্থানীয়রা ও শিবগঞ্জ থানা পুলিশ জানিয়েছে, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বালিয়াদিঘী এলাকার ১৫ জন ধানকাটা শ্রমিক বরেন্দ্র এলাকা থেকে ভটভটি করে ধানসহ বাড়ি ফিরছিলেন।

পথে বারিকবাজার এলাকায় এলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে সড়কের পাশে খাদে পড়ে ভটভটিটি উল্টে ঘটনাস্থলেই আটজন মারা যান। এ ঘটনায় আহত সাতজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরেকজনের মৃত্যু হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপ-পরিচালক সাবের উদ্দিন প্রমাণিক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে আটজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আহত আরও সাতজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরেকজনের মৃত্যু হয়।

দুর্নীতির দায় অপসারিত বিহারের শিক্ষামন্ত্রী

পাটনা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার দু''ঘন্টার মধ্যেই দুর্নীতির দায়ে পথ খোয়াতে হল মেওয়ালাল চৌধুরীকে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পরামর্শে রাজ্যপাল ফাগু চৌহান শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়।

বৃহস্পতিবার রাজভবন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে। সাবৌর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য থাকাকালীন নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তার বিরুদ্ধে মামলা এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই শিক্ষামন্ত্রীর পদ খোয়াতে হল তাকে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বোঝা যে দুর্নীতির দায় পদ খাওয়াতে চলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে একাধিকবার এই প্রসঙ্গে বৈঠক করেছে মেওয়ালাল চৌধুরী। এমনকি জেডিইউ রাজ্য সভাপতি বশিষ্ঠ নারায়ণ সিংহের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তাকে ইস্তফা দিতে বললে তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ সচিবালয় গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় ইস্তফা না দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সুপারিশে রাজ্যপাল তাকে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। যদিও মেওয়ালালের তরফের দাবি করা হয়েছে এদিন দুপুরে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু রাজভবনের তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে সেখানে ইস্তফার কোন উল্লেখ নেই।

ছটপূজা উপলক্ষ্যে অসমবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : ছটপূজা উপলক্ষ্যে অসমের সকল শ্রেণির জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এই পূজার আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সকল শ্রেণির জনসাধারণের মধ্যে নতুন আশা সঞ্চারিত করে সকলকে নতুন উদ্যমে রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে ব্রতী হওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল আরও বলেন, আলোক পথের সন্ধান দেয়। আলোকের প্রতীক সূর্যের আরাধনা করতেই ছট পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছট পূজা কেবল ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক উৎসবই নয়, এ মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান সাতপুরুষের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একতার বন্ধন দৃঢ় হয়। প্রতিবছর ধুমধামে ছট পূজা পালিত হলেও এবার করোনা-সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া নিয়মাবলি মেনে তা পালন করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মেঘালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারিণী পাথারকান্দির মহিমা সিংহকে সংবর্ধনা

গুয়াহাটি (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় গোটা রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারিণী অসম কন্যা তথা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির মেয়ে মহিমা সিংহকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

পাথারকান্দি রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকারী ছাত্রছাত্রীদেরকেও সংবর্দনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট জেনাথন ভাইপিই, প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্যামাপদ দে, সঞ্জু সিনহা, প্রণতি শ্যাম, লালমোহন সিনহা, মিলন সিনহা, দাসীরাম গোয়ালা, নমিতা গোয়ালা, উদয় সিনহা, সুজিত সিনহা, বিভাস রাজকুমার প্রমুখ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি আয়োজনের দায়িত্বে ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ইয়ং বিগ্রেড, সৈনিক ক্লাব এবং হিউম্যানিটি ফাউনডেশন।

করিমগঞ্জের হাতিখিরা হনুমান মন্দিরে হরিনাম মহাযজ্ঞ আগামী ২৪ ও ২৫শে

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : অন্যা ন্যন বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার হাতিখিরা ১৩৬১ নম্বর হিন্দি এলপি স্কুলের পার্শবর্তী স্থানে নব পর্যায়ে নির্মিত সংকটমোচন শ্রীহনুমানজি মন্দিরে আগামী ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর দুদিন ব্যা পী হরিনাম মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে।

হরিনাম মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে গত কয়েমরদিন ধরে আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা মন্দিরটিকে সাজিয়ে তুলেছেন। দুদিনের নির্ধারিত নির্ঘণ্টে রয়েছে ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার রামায়ণ পাঠ এবং হনুমানজির পূজা ও হোমযজ্ঞ। পরের দিন ২৫ নভেম্বর বুধবার পূর্ণাহুতি সহ মহাপ্রসাদ বিতরণ ও প্রভাত ফেরির মাধ্যমমে মহাযজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। এই পূজা ও হরিনাম মহাযজ্ঞে সনাতনী সকল ধর্মপ্রাণ ভক্তদের উপস্থিতি কামনা করেছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
এনটীপীসী NTPC

রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা ঃ এনটিপিসি ভবন, কোর-৭, এসসিওপিই কমপ্লেক্স,
৭- ইন্সিটিউশনাল এরিয়া, লোধি রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
কর্পোরেট আইডিন্টিফিকেশন নম্বর - এল৪০১০১ডিএল১৯৭৫জিওআই০০৭৯৬৬

উল্লেখিত আবেদনকারীদের নাম সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশন, নতুন দিল্লি এর কাছে আবেদন করেছে বঙ্গাইগাও থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (৭৫০এমডব্লিউ) টেরিফ এরজন্য ০১.০৪.২০১৯ থেকে ৩১.০৩.২০২৪ সময়ে।

১. উৎপাদন ক্ষেত্রের অধীন সুবিধাভোগীরা হল ঃ

১. অসম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিঃ, বিজলি ভবন, পল্টন বাজার, গুয়াহাটি- ৭৮২০০১
২. মেঘালয় এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড, সর্ট রাউন্ড রোড, শিলং- ৭৯৩০০১
৩. ডিপার্টমেন্ট অফ পাওয়ার, অরুণাচল প্রদেশ সরকার, ইটানগর
৪. পাওয়ার এন্ড ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, মিজোরাম সরকার, আইজল- ৭৯৬০০১
৫. মণিপুর স্টেট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, খাওয়াই বাজার, কেইসাম্পট, ইম্ফল-৭৯৫০০১
৬. ডিপার্টমেন্ট অফ পাওয়ার, নাগাল্যান্ড সরকার, কোহিমা
৭. ত্রিপুরা স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন, নর্থ বনমালিপুর, আগরতলা- ৭৯৯০০১

২. উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা ঃ ৭৫০ মেগাওয়াট
৩. প্রকল্পের মূল ব্যয় ঃ ৮১৪৯.৫৪ কোটি টাকা (২০১৭ এর প্রথম ৩ মাস এর মূল্যস্তর)
৪. মূল্য ব্যয় অনুমোদনকারী সংস্থা ঃ সিইআরসি (অনুমোদিত)
৫. বাণিজ্যিক সূচনার তারিখ ঃ ২৬.০৩.২০১৯
৬. বাণিজ্যিক উৎপাদনের মূল ব্যয় এখন পর্যন্ত ঃ ৬২৭২.৯৯ কোটি টাকা
৭. টেরিফের বিস্তারিত ঃ

	বিবরণ	গত বছরের মাশুল	বছর ভিত্তিক মাশুল স্থির করা হয়েছে				
১.	ক্যাপাসিটি চার্জ (টাকা. লাখ/ বছর)	১৩২৬৬.৭৯	১৩৬২৯০.৫২	১৩৬০৭৪.৮৩	১৩৯১২৯.০৯	১৪৪৮৬৩.৭৯	১৪৬৯১.৯৩
২.	এনার্জি চার্জ (পয়সা/ কেডব্লিউএইচ)	৩১৫.৮০৯	৩২৬.৭৫০				

* সিইআরসি'র সামনে রাখা আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৪-১৯ সময়ের বিদ্যুতের মাশুল উল্লেখিত কেন্দ্রগুলির।
# ইসিআর নির্ভর করছে মাশুলের মেয়াদের শুরু থেকে চার্জের ভিত্তিতে।
যদিও প্রকৃত ইনার্জি চার্জ দর নির্ভর করে জ্বালানির মূল্য এবং জিসিবি এর উপর যা কার্যকর করা হবে সিইআরসি বিধি অনুযায়ী।

৮. এনটিপিসি'র ওয়েবসাইট www.ntpc.co.in এর 'নোটিশ'-এ মাশুলের বিস্তারিত এবং আবেদনের কপি রয়েছে।

৯. পরামর্শ এবং আপত্তি যদি থাকে মাশুল সংক্রান্ত প্রস্তাবে তাহলে আবেদনপত্র পূরণ করে যে কেউ এমনকি সুবিধাভোগীরাও জানাতে পারেন সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশন, তৃতীয় এবং চতুর্থ তল, চাঁদেরলোক বিল্ডিং, ৩৬, জনপথ, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, আবেদনপত্রের কপি পাঠাতে হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে।

তারিখ ঃ ২৪/০৭/২০২০
স্থান ঃ নতুন দিল্লি

(রোহিত ছাবড়া)
এডিশন্যাল জেনারেল ম্যানেজার (কমিউনিকেশন)

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে শীর্ষে

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রাকুলের স্বপ্নপূরণ

বেশ কিছুদিন ধরে এক দুঃস্বপ্ন তাড়া করছিল বলিউড তারকা রাকুল প্রীত সিংকে। বলিউডে মাদককাণ্ডে তাঁর নাম উঠে এসেছিল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর বাঘা বাঘা কর্তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। এমনকি তাঁর বাসায় গিয়েও তল্লাশি চালিয়েছিল এনসিবি। তবে সবকিছু ঝেরে ফেলে আবার দারুণ এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন রাকুল। বলা যায়, তাঁর এক দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এবার পূরণের পথে।

বেশ কিছুদিন ধরে বিটাউন সরগরম 'মেডে' ছবিটিকে ঘিরে। কারণ, এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘ ১৩ বছর পর অজয় দেবগন আর অমিতাভ বচ্চন একসঙ্গে পর্দায় আসছেন। এখানেই শেষ নয়। এই ছবির সঙ্গে আরও চমক জড়িয়ে আছে। 'মেডে' ছবিটির প্রযোজক অজয় দেবগন ফিল্মস। আর এই ছবির পরিচালনাও করছেন অজয়। অজয় পরিচালিত ছবিতে অমিতাভকে প্রথম অভিনয় করতে দেখা যাবে। থ্রিলারধর্মী এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাকুল প্রীত সিং।

এর আগে 'দে দে প্যায়ার দে' ছবিতে রাকুলকে অজয়ের সঙ্গে পর্দায় দেখা গেছে। এবার আবারও তাঁদের একত্রে দেখা যাবে পর্দায়। অজয়ের সঙ্গে আবার পর্দায় আসতে পারবেন ভেবে দারুণ উচ্ছ্বসিত এই বলিউড তারকা। তবে 'মেডে' ছবির মাধ্যমে রাকুলের একটি স্বপ্নও পূরণ হতে যাচ্ছে। এই স্বপ্ন তাঁর মনের কোণে দীর্ঘদিন বাসা বেঁধে ছিল। এ নিয়ে রাকুল বলেন, 'আমি অজয় স্যারের সঙ্গে আগে কাজ করেছি। আবার তাঁর সঙ্গে পর্দায় আসব ভেবে উৎফুল্ল। তবে এবার তিনি শুধু আমার সহশিল্পীই নন, তাঁর পরিচালনায় কাজ করব।

'মেডে' ছবিতে রাকুলকে দেখা যাবে একজন বিমানচালকের চরিত্রে। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে প্রথমবার পর্দায় আসা নিয়ে উচ্ছ্বসিত এই বলিউড নায়িকা। অমিতাভ বচ্চন প্রসঙ্গে রাকুল বললেন, 'আমি যখন সিদ্ধান্ত নিই যে আমি অভিনেত্রী হব, তখন থেকেই আমার মনের কোণে এক স্বপ্ন ছিল যে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে একই ছবিতে কাজ করব। আজ এই ছবির মাধ্যমে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। তাই আমি অত্যন্ত খুশি।'ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 'মেডে' ছবির শুটিং শুরু হবে। এ জন্য তিনি পাড়ি জমাবেন হায়দরাবাদ।

শুটিং শুরুর আগেই প্রভাসের ৪০০ কোটি বাজেটের ছবির মুক্তির দিনক্ষণ স্থির

প্রভাসের ছবি মানেই বাজেট আর উত্তেজনার পারদ আকাশছোঁয়া। ৪০০ কোটি রুপি বাজেটের দক্ষিণি এই সুপারস্টারের "আদি পুরুষ" ছবিকে ঘিরেও প্রত্যাশা ক্রমেই বাড়ছে। তার ওপর এই ছবিটি পরিচালনা করছেন ওম রাউতের মতো নামকরা পরিচালক। আর প্রভাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধ করতে দেখা যাবে বলিউড সুপারস্টার সাইফ আলী খানকে। তাই সিনেমাপ্রেমীদের জন্য সব মসলাই পরতে পরতে সাজানো। এবার ছবির নির্মাতারা ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেন "আদিপুরুষ" ছবির মুক্তির দিন। ২০২২ সালের সালের ১১ আগস্ট মুক্তি পাবে ছবিটি।

"তানাজি: দ্য আন সাং ওয়ারিয়র্স" খ্যাত পরিচালক ওম রাউত আবারও এক বড়সড় চমক দিতে চলেছেন। মহাকাব্য রামায়ণকে বড় পর্দায় আনতে চলেছেন তিনি। থ্রিডি এই ছবির মাধ্যমে প্রভাস এবং সাইফ প্রথমবার একসঙ্গে পর্দায় আসতে চলেছেন। ছবিতে রামের চরিত্রে দেখা যাবে প্রভাসকে। আর লঙ্কাপতি রাবণের ভূমিকায় আছেন সাইফ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ছবির লোগো শেয়ার করে প্রভাস লেখেন, ২০২২ সালে মুক্তি পাবে "আদিপুরুষ"। জানুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং। জানা গেছে, "আদিপুরুষ" ছবির বাজেট প্রাথমিকভাবে রাখা হয়েছে ৪০০ কোটি। প্রয়োজনে নির্মাতারা আরও অর্থ ঢালতে প্রস্তুত। "আদিপুরুষ" কে ঘিরে কোনো কার্পণ্য করতে চান না তাঁরা।

এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে সাইফ বলেছিলেন, "তানাজি"র পর আবার ওম দাদার (ওম রাউত) সঙ্গে কাজ করব। ভেবেই ভালো লাগছে। তাঁর ভেতর একটি কাহিনিকে জীবন্ত করে তোলার ক্ষমতা ভরপুর। আর প্রযুক্তির ওপর ওঁর জ্ঞান সীমাহীন। ও যেভাবে "তানাজি" শুট করেছিল, তা দেখে আমি মুগ্ধ। ওম আমাকে সিনেমার অত্যাধুনিক স্তর থেকে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এবারও ও আরও কিছু চমক দিতে চলেছে। এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত রোমাঞ্চিত। প্রভাসের মতো শক্তিশালী নায়কের সঙ্গে তলোয়ার চালাব ভেবেই রোমাঞ্চিত। নিজেকে ভিলেনের ভূমিকায় আবারও প্রমাণ করার অপেক্ষায় আছি।"

এদিকে প্রভাসও "আদিপুরুষ" ছবিকে ঘিরে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "সাইফ "তানাজি" ছবিতে "উদয়ভান"-এর চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে আমাদের সবার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। ওনার মতো অভিনেতা আর ওমের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করব ভেবে আমারও খুব ভালো লাগছে।"

"আদিপুরুষ" ছবিটি হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলেগু, মালায়লাম, কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাওয়ার কথা। ছবিটি আন্তর্জাতিক স্তরে মুক্তি পাবে। তাই ইংরাজি ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও "ডাব" করে ছবিটি মুক্তি পাবে। ওম রাউত পরিচালিত এই থ্রিডি ছবিটি এখন পর্যন্ত বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি হতে চলেছে।

সালমানের বাড়িতে পৌঁছে গেছে করোনা

শুধু সালমান একা নন, তাঁর বাড়ি গ্যালাক্সির অন্য বাসিন্দারাও আইসোলেশনে আছেন। পরিবারের সব সদস্যকে আগামী ১৪ দিন সেলফ-আইসোলেশনে থাকতে হবে। তবে এ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি দেননি সালমান খান বা তাঁর পরিবার। তাঁর কর্মীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পান, সেটা নিশ্চিত করেছেন সালমান। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কর্মীদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন তিনি।

সামনে সালমানের মা-বাবা সেলিম খান ও সালমা খানের বিবাহবার্ষিকী। ধুমধাম করে দিনটি উদযাপন করার কথা ছিল তাঁদের। পরিবারের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে, আপাতত সেই উৎসব স্থগিত হচ্ছে। এ ছাড়া 'বিগ বস'-এর আসন্ন 'উইক এন্ড কা ওয়ার' পর্বের জন্য সালমান খান শুটিংয়ে যাবেন কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

বলিউডে আবার করোনার হানা। এবার সালমান খানের বাড়িতে। সালমান খানের গাড়িচালক অশোক আর বাড়ির দুই কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাঁদের মুম্বাইয়ের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ তিন কর্মীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই আইসোলেশনে গেছেন সালমান খান। পিঙ্ক ভিলাসহ ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছে এ খবর।

লকডাউন ঘোষণার আগে থেকেই পানভেলে নিজের খামারবাড়িতে পরিবারের নিয়ে উঠেছিলেন সালমান খান। সেখানে টানা ৫ মাস থাকার পর গত আগস্ট মাসে মুম্বাইয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছেন। পরে ২ অক্টোবর থেকে শুরু হয় তাঁর পরের সিনেমা 'রাধে'র শুটিং। করোনাকালে শুটিং করার জন্য ভারত সরকারের নির্ধারিত সব নিয়ম মেনে ১৫ দিন কাজ করেছিলেন তাঁরা। শুটিংয়ের কলাকুশলীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কিছু বাড়তি নিয়মকানুনও মেনে চলেছেন তাঁরা। যেমন প্রতিদিন যাতায়াত এড়ানোর জন্য মুম্বাইয়ের বাইরে একটি স্টুডিওতে শুটিং করা হয়। কলাকুশলীদের থাকার জন্য ভাড়া করা হয় হোটেলকক্ষ।

যত দিন কাজ চলেছে, দলের কোনো সদস্য বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। লোকেশনে একজন চিকিৎসক এবং বিশেষ পর্যবেক্ষক দল ছিল। শুটিং ফ্লোরে স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত বিষয়গুলো ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখছিল ওই পর্যবেক্ষক দলটি। এ ছবিতে সালমানের সঙ্গে রয়েছেন তরুণ বলিউড তারকা দিশা পাটানি। পরিকল্পনা ছিল, ঈদে মুক্তি পাবে ছবিটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করোনার কবলে পড়ে ছবির কাজ পিছিয়ে যায়।

ফলে মুক্তিও স্থগিত করা হয়।সালমশিল্পী এবং শিল্পী পরিবারের পাশাপাশি বলিউডের বিশাল বাজারেও থাবা বসিয়েছে করোনা। সংক্রমণ ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল ভারতের প্রেক্ষাগৃহ। মুক্তি পায়নি কোনো ছবি। গত ১৯ মার্চ থেকে ভারতে সিনেমা, টেলিভিশন ধারাবাহিক, ওয়েব সিরিজের শুটিং বন্ধ ছিল। ব্যয়বহুল শুটিং সেটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতে। সব মিলিয়ে বড় রকমের আর্থিক ক্ষতির মুখে রয়েছে ভারতের বিনোদনমাধ্যম।

৩০ শতাংশ ছাড়ে দুবাইয়ে পাঁচতারা হোটেলে নেহার হানিমুন

দুবাইয়ের আটলান্টিস, দ্য পাম হোটেলে হানিমুন কাটছে সদ্যবিবাহিত নেহা আর রোহান প্রীত সিং দম্পতির।দুবাইয়ের আটলান্টিস, দ্য পাম হোটেলে হানিমুন কাটছে সদ্যবিবাহিত নেহা আর রোহান প্রীত সিং দম্পতির।ছবি: কোলাজইনস্টা নামের গ্রামে ঘুরতে ঘুরতেই চোখে পড়ল নেহা কক্করের দীপাবলির ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, আতশবাজিতে আলোকিত হচ্ছে আকাশ আর চারপাশ।কিন্তু ভারতে তো এ বছর আতশবাজি নিষিদ্ধ করেছে সরকার! ভালোভাবে তাকাতেই দেখা গেল, 'চেক ইন' দুবাইয়ের আটলান্টিস, দ্য পাম হোটেল। সেখানেই হানিমুন কাটছে সদ্যবিবাহিত নেহা আর রোহান প্রীত সিং দম্পতির।হোটেলের আশপাশ, বারান্দা, করিডোর থেকে শুরু করে বাদ যায়নি বেডরুম, বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন 'মিসেস সিং'। একটি ছবির ক্যাপশনে লেখা, 'বেস্ট হানিমুন'। লাখ লাখ 'লাইক', হাজার হাজার মন্তব্যের সঙ্গে ছবিগুলো অনলাইনের দুনিয়ায় ভাইরাল হতেও সময় লাগেনি।ভক্তরা তাকিয়ে ছিলেন বিয়ের পর প্রিয় এই প্লেব্যাক শিল্পীর হানিমুনের ছবির জন্য। নেহাও সেই দাবি মেনে একের পর এক ছবি আর ভিডিও পোস্ট করছেন। ভক্তরাও সেগুলো নিয়ে উন্মাদনায় মেতেছেন।আটলান্টিস হোটেলে কাপলদের জন্য সবচেয়ে দামী রাত কাটানোর স্থান প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট। সেখানে প্রতি রাতে খরচ ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৮৩২ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ৩ লাখ ২১ হাজার ৪১৪ রুপি)। তবে নেহা আর রোহানরা আছেন এর চেয়ে কম খরচের রয়াল সুইটে। সেখানে

প্রতি রাতের খরচ ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা (৯০ হাজার রুপি)। আর দুজনের সকালের নাশতার প্যাকেজের দাম গুনতে হবে আরও ২০ হাজার টাকা। আর দুজনের দুপুর আর রাতের খাবারের দাম ৩০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা। তবে নেহারা চাইলে বাইরে থেকেও খাবার খেতে পারেন।হোটেলে থেকে তিন বেলা খেলে নেহাদের খরচ হবে অন্তত ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এই হোটেলে সবচেয়ে কম খরচে থাকতে গেলে প্রতি রাতে গুনতে হবে ৩৫ হাজার টাকা।তবে নেহারা মোটের ওপর সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাচ্ছেন। করোনার প্রথম ঢেউ চলে যাওয়ার পর, লকডাউন শিথিল করা হলে হোটেল কর্তৃপক্ষ নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাসের জন্য দিয়েছে এই বিশেষ ছাড়।হোটেল কর্তৃপক্ষ সদ্যবিবাহিত এই দম্পতিকে দিয়েছে 'কমপ্লিমেন্টারি' ম্যাকারুন (ককের মতো আকৃতির বিস্কুট), চকলেট আর লাল রঙের হৃদয় আকৃতির ককেহোটেল কর্তৃপক্ষ সদ্যবিবাহিত এই দম্পতিকে দিয়েছে 'কমপ্লিমেন্টারি' ম্যাকারুন (ককের মতো আকৃতির বিস্কুট), চকলেট আর লাল রঙের হৃদয় আকৃতির কেকইনস্টাগ্রামহোটেল কর্তৃপক্ষ সদ্যবিবাহিত এই দম্পতিকে দিয়েছে 'কমপ্লিমেন্টারি' ম্যাকারুন (ককের মতো আকৃতির বিস্কুট), চকলেট আর লাল রঙের হৃদয় আকৃতির কেক। সেই ছবি পোস্ট করে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি নেহা। বিছানাও সাজিয়ে দিয়েছে বিশেষভাবে, সাদা চাদরের ওপর মুখোমুখি দুটি রাজহাঁস, লাল গোলাপ আর লাল বেলুন। এমনকি নেহাদের ঘরে যাওয়ার করিডোরও সাজানো হয়েছে ফুল আর বেলুনে। ২৪ অক্টোবর শিখ ও হিন্দুএই দুই রীতিতে দিল্লিতে বিয়ে সেরেছেন ৩২ বছরের নেহা আর ২৫ বছরের রোহান।

বিয়েতে নেহা পরেছিলেন টকটকে লাল লেহেঙ্গা। আর রোহানের পরনে ছিল গোলাপির ওপর লাল কারুকাজের শেরওয়ানি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; নেহা নিজের বিয়েতে নিজেই গেয়েছেন, নেচেছেন। আর সেই ভিডিও পোস্ট করেছেন নিজের ইনস্টাগ্রামের দেয়ালে।বিয়ের রাতে চলেছে নাচ—গানের অনুষ্ঠান। বর—কনে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত উপভোগ করেছেন সেই আয়োজন। নেহা জীবনসঙ্গী নিয়ে নিজের গানে নাচতেও ভোলেননি। এমনকি হানিমুনে গিয়েও গান গেয়েছেন নেহা। আর অন্যদেরকেও গাইতে বলেছেন।

আসন্ন চরক পূজারে কেন্দ্র পূজা ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

ফের স্বাস্থ্যের অবনতি অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : ফের অসুস্থ হয়ে গেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। দুদিন আগে কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে হুইলচেয়ারে বসেছিলেন। কিন্তু গতকাল বুধবার বিকেলের দিকে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে আজ গতকালের তুলনায় স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও তিনি বিপদমুক্ত নন, জানান গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এর সুপারিনটেডেন্ট ডা. অভিজিত শর্মা। ডা. শর্মা জানান, দিল্লির এইমস থেকে তড়িঘড়ি চিকিৎসকের দল নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈয়ের চিকিৎসা চলছে। রাতে তাঁকে 'নন ইনভ্যাসিব ভেন্টিলেশন' (এনআইভি)-এ রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। জিএমসিএইচ-এর সুপার জানিয়েছেন, তরুণ গগৈয়ের অক্সিজেনের মাত্রা এখন সামান্য বেড়ে ৯৪ হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত পাঁচ সদস্যের চিকিৎসক দল অহরাত্র তাঁকে অবজার্ভেশনে রেখেছেন।

প্রসঙ্গত , গত ১ অক্টোবর) রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে রাত ১১টায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। সেদিনও তাঁকে 'নন ইনভ্যাসিব ভেন্টিলেশন'-এ রাখা হয়েছিল। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং অ্যামনিয়া বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। একদিন পর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি ঘটায় তাঁকে 'নন ইনভ্যাসিব ভেন্টিলেশন' থেকে বের করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথমে গত ২৬ আগস্ট রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বছর ৮৬-এর তরুণ গগৈয়ের শরীরে। ওইদিন রাতেই তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের আইসিইউতে ভরতি করা হয়। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের একটি টিম গঠন করে দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে দিল্লির এইমস থেকে বিশেষজ্ঞ এনে তাঁর স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানো হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে কোভিড-১৯ টেস্টে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু কার্ডিওর পাশাপাশি অন্য রোগের উপসর্গ থাকায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তাঁর চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

এর পর দু মাসের মাথায় গত ২৫ অক্টোবর বিকেল চারটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈকে। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে সোজা তাঁকে দিশপুরে তাঁর সরকারি আবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিয়মিত অবজার্ভেশনে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

সমলিঙ্গের বিয়ে নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): সমলিঙ্গের বিয়েকে হিন্দু মেরেজ অ্যাক্ট এর আওতাধীন করতে সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রেকে নোটিশ জারি করেছে আদালত। বিচারপতি রাজীব সহায়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে জবাবদিহি করতে বলেছে।

প্রথমে এই পিটিশন বিচারপতি ডি এন প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চের কাছে নথিভূক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বিচারপতি ডি এ প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি রাজীব সহায়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চের কাছে পিটিশনটি স্থানান্তর করে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র হিন্দু মেরেজ অ্যাক্ট এর আওতাধীন সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধতা দিতে অস্বীকার করেছিল। এই প্রসঙ্গে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতকে জানিয়েছিলেন আমাদের আইন প্রণালী, সমাজ এবং সংস্কৃতি সমলিঙ্গের বিয়েকে মান্যতা দেয় না। পিটিশনকারি কোন মতেই সমলিঙ্গের বিবাহকে আইনি বৈধতা দেওয়ার দাবি করতে পারে না। আদালত নিজে থেকেও কোনও আইন বানাতে পারে না এই বিষয়। তুষার মেহেতা আরও জানিয়েছিলেন এই মামলায় কেন্দ্রের তরফ থেকে কোনো হলফনামা দেওয়া হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লি হাইকোর্টে এই পিটিশন দায়ের করেছেন অভিজিৎ আইয়ার মিত্র। পিটিশন কারীর পক্ষ থেকে আইনজীবী রাঘব অবস্থি এবং মুকেশ শর্মা আদালতকে জানিয়েছেন, হিন্দু মেরেজ অ্যাক্ট এর ৫ নম্বর ধারায় সমলিঙ্গ ও ভিন্ন লিঙ্গের কোন ফারাক দেখানো হয়নি। পিটিশনে মৌলিক অধিকারের দাবি করা হয়েছে।

কাঠুয়ায় পাক-হামলায় জখম মহিলা, ক্ষতিগ্রস্ত বহু বাড়ি

জম্মু, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে পাকিস্তানি হামলায় আহত হয়েছেন একজন ভারতই মহিলা। এছাড়াও পাক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সীমান্তবর্তী বহু ঘর-বাড়ি। আতঙ্কে ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে আশ্রয় নেন হীরানগর সেক্টরের মানয়ারি গ্রামের বাসিন্দারা। এতটাই ভীত যে বাড়িতে যেতেই ভয় পাচ্ছেন না তাঁরা। ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাতে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তানি সেনা। স্ফিন্টারের আঘাতে জখম হয়েছেন মানয়ারি গ্রামের বাসিন্দা একজন মহিলা। মর্টার সেলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই গ্রামের বহু বাড়ি। শুধুমাত্র আহত মহিলার বাড়ির কাছেই ৫-৬টি মর্টার সেল আছড়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, আতঙ্কে সারারাত বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছি আমরা।

করোনা ও বেহাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): দেশের করোনা পরিস্থিতি এবং বেহাল অর্থনৈতিক দশা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হলেন রাহুল গান্ধী। করোনায় মৃত্যুর নিরিখে এশীয় দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে রয়েছে ভারত। কিন্তু আর্থিক বৃদ্ধির নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে ভারত বলে টুইট বার্তায় দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর রিপোর্ট তুলে ধরে রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, মোদী সরকারের রিপোর্ট কার্ড থেকে স্পষ্ট ভারতে করোনায় মৃত্যুর হার অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর থেকে বেশি। কিন্তু জিডিপির নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী নিজের টুইট বার্তায় যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে চিন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম এবং মায়ানমারসহ অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর তুলনায় ভারতে প্রতি ১০ লাখ জনসংখ্যায় করোনা য় মৃত্যুর হার সর্বাধিক বেশি। অন্যদিকে পরিসংখ্যানে এও দেখা যাচ্ছে যে জিডিপি বৃদ্ধির নিরিখে এই সকল দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ভারত।

২৪ নভেম্বর দুদিনের জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর(হি. স.): পাহাড়ের পর এবার জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি মাসের ২৪ তারিখ দুদিনের জন্য জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সফরে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি জনসভাও রয়েছে তাঁর। জঙ্গলমহলে গিয়ে তিনি বেশকিছু উন্নয়নের কথা ঘোষণা করতে পারেন বলেও মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বেশ কিছুদিন আগেই রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তখন তিনি জঙ্গলমহলে সফরে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহল থেকে ভালো রকম ফল করেছিল বিজেপি। এরপর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে এসে হাল-হকিকত বুঝে নিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি যেহেতু লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহল থেকে তাদের ভালো ফল হয়েছিল তাই জঙ্গলমহলে এবার বাড়তি নজর থাকছে গেরুয়া শিবিরের।অন্যদিকে লকডাউনের সময় থেকে দীর্ঘ চার মাস পরে জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবার লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহল থেকে তৃণমূলের ফলাফল তেমন আশানুরূপ হয়নি। সেই কারণে এবারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহল সফরে গিয়ে তাদের জন্য বেশকিছু উন্নয়নের কথা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, এবারে দুদিনের জন্য সফরে গিয়ে জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসন্ন শীতে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ রুখতে প্রস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): বাংলাদেশে আসন্ন শীতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়লেও তা মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুত রয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৯৫ জন। আর মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন ৬ হাজার ২৭৫ জন।

সড়ক ও যোগাযোগমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সেই একই আশঙ্কার কথা এদিন সন্ধ্যায় শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সাংসদ দিদারুল আলমের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের দূরদর্শিতা, সময়োচিত সিদ্ধান্ত এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনায় এখনও পর্যন্ত করোনা মহামারীকে সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। এই মুহূর্তে দেশে করোনার প্রকোপ কিছুটা কমে এলেও তা আসন্ন শীতকালে আবার বেড়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন। আর তাঁদের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'নো মাস্ক, নো সার্ভিস নীতি' চালু করেছি। দেশে ঢোকার বিভিন্ন প্রবেশপথে থার্মাল স্ক্রিনিং অব্যাহত রয়েছে। বিদেশ ফেরতদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কাশ্মীরে বড়সড় হামলার ছক ছিল জঙ্গিদের : আইজি জম্মু

জম্মু, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় বড়সড় হামলার ছক ছিল নিহত ৪ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গির। যদিও, সন্ত্রাসবাদীদের সমস্ত কু-প্রচেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু শহরের উপকণ্ঠে নাগরোটায়, জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ের উপর বান টোল প্লাজায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৪ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। এনকাউন্টার প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে জম্মু জোন-এর আইজি মুকেশ সিং জানিয়েছেন, "রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় ভোর পাঁচটা নাগাদ একটি ট্রাককে দাঁড় করানো হয়। পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক। তল্লাশি চালানোর সময় সিআরপিএফ ও পুলিশ জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা, গ্রেনেডও ছোড়া হয়। ফলে আরও বাহিনীকে ডাকা হয়, ৩ ঘন্টা ধরে চলে গুলির লড়াই।"

আইজি আরও জানিয়েছেন, "এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ জন জঙ্গি। ১১টি একে-৪৭ রাইফেল, তিনটি পিস্তল, ২৯টি গ্রেনেড এবং অন্যান্য ডিভাইস উদ্ধার হয়েছে। মনে হচ্ছে বড় কিছু করার জন্যই অনুপ্রবেশ করেছিল জঙ্গিরা, বড়সড় হামলার ছক ছিল জঙ্গিদের এবং কাশ্মীর উপত্যকা অভিমুখে যাচ্ছিল।" পলাতক ট্রাক চালককে খুঁজছে পুলিশ। আইজি জানিয়েছেন, "ট্রাক চালকের খোঁজ চলছে। মনে হচ্ছে জেলা উন্নয়ন পরিষদের নির্বাচনে ব্যাঘাত ঘটানোর ছক ছিল সন্ত্রাসীদের। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।"

অবৈধ তহবিল-দু"টি সন্ত্রাসী মামলা : ১০ বছরের জেল হাফিজের

ইসলামাবাদ, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): অবৈধ তহবিল-সহ দু"টি সন্ত্রাসী মামলায় ১০ বছরের জেলের সাজা হল জামাত-উদ-দাওয়া প্রধান হাফিজ সইদের। বৃহস্পতিবার হাফিজকে ১০ বছরের জন্য জেলের সাজা শুনিয়েছে পাকিস্তানের সন্ত্রাস-দমন আদালত। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার মাস্টার মাইন্ড এই হাফিজ সইদ।

বৃহস্পতিবার লাহোরের সন্ত্রাস-দমন আদালত হাফিজ সইদ-সহ জামাত-উদ-দাওয়ার ৪ জন নেতাকে আরও দু"টি মামলায় জেলের সাজা শুনিয়েছে। হাফিজ ও তার দুই ঘনিষ্ঠ জাফর ইকবাল এবং মুজাহিদকে জেলের সাজা শুনিয়েছে আদালত। এছাড়াও আব্দুল রেহমান মাক্কিকে ৬ মাসের জেলের সাজা শুনিয়েছে সন্ত্রাস-দমন আদালত।

এবার শুধুই অপেক্ষা, বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ মন্দির

চামোলি (উত্তরাখণ্ড), ১৯ নভেম্বর (হি.স.): কেদারনাথ মন্দির, গঙ্গোত্রী মন্দিরের পর এবার কপাট বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ মন্দিরেও। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩.৩৫ মিনিট নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বদ্রীনাথ মন্দিরের কপাট। চারধামের জন্য খ্যাত উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল। সেই চারধাম, অর্থাৎ যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ মন্দির শীতের ছ'মাস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে নিচু জায়গায় নেমে আসেন অধিষ্ঠিত দেবদেবীরা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে কেদারনাথ মন্দির, গঙ্গোত্রী মন্দির। বৃহস্পতিবার বন্ধ হয়ে গেল উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত বদ্রীনাথ মন্দিরও। ভগবান বদ্রী নেমে আসবেন জোশীমঠে। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ আবার বন্ধ হয়েছে মধ্যমহেশ্বর মন্দিরও। এবার শুধুই পুনরায় সমস্ত মন্দির খোলার অপেক্ষা।

স্বচ্ছতাকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে হবে : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): আন্তর্জাতিক শৌচালয় দিবস উপলক্ষে স্বচ্ছতাকে গণআন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান করলেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

প্রতিবছর ১৯ নভেম্বর শৌচালয় দিবস পালিত হয়। এবারের থিম " সাসটেইনেবল স্যানিটাইজেশন এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ "। এই উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, বিশ্ব শৌচালয় দিবস উপলক্ষে খোলা জায়গায় শৌচকার্য থেকে বিরত থাকার সংকল্প করুন। শৌচ কার্য অনিয়মিত হলে তার নেতিবাচক প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে অপুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং রোগ ছড়িয়ে পড়ে স্বাস্থ্যবান রাষ্ট্র হতে গেলে স্বচ্ছতাকে গণ আন্দোলন ও সামাজিক সংস্কারে পরিণত করতে হবে।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লি সরকারকে ভর্ৎসনা আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ফের দিল্লি সরকারকে ভর্ৎসনা করল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি হীমা কোহলির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি সরকারকে বলেছে করোনায় নিহতদের পরিজনকে কি জবাব দেবেন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দিল্লি সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছিল সেই সংক্রান্ত স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৬ নভেম্বর।

শুনানি প্রক্রিয়া চলাকালীন আদালত বলে, প্রত্যেকদিন মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকদিন শহরের কেউ না কেউ নিজের পরিজনকে হারাচ্ছে। আপনারা (দিল্লি সরকার) তাদের কি কৈফিয়ৎ দেবেন। পজিটিভিটির হার ১৪ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। পরিস্থিতি খুবই চিন্তাজনক। দিল্লির সরকার ধীরগতিতে পদক্ষেপ অবলম্বন করে চলেছে। করোনা পরীক্ষা ক্ষেত্রে "ফেলুদা" পদ্ধতি আদৌ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা জানতে চেয়েছে আদালত। তখন দিল্লি সরকার আদালতকে জানান এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। পুরানি চলাকালীন এদিন আদালতে জানতে চায় দিল্লি শহরে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা কটা রয়েছে। তার উত্তরে দিল্লির সরকার আদালতকে বলে, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। সরকার চাইছে ১২০০ আইসিইউ আইসিইউ শয্যার সঙ্গে ভেন্টিলেটর যুক্ত করা হোক। বর্তমানে এই সংখ্যাটি রয়েছে কেবল ৫০০। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আরো ৭৫০ শয্যা দেওয়া হবে। পিটিশন কারির পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয় প্রতিটা হাসপাতলে কতটা শয্যা সেই তথ্য সরকারি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে না। আদালত তখন দিল্লি সরকারকে এ বিষয়ে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলে।

দিল্লিতে জনপরিসরে মাস্ক না পরলেই ২ হাজার টাকা জরিমানা : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। সঙ্গে দোসর বায়ুদূষণ। একথায় বেসামাল রাজধানী। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়ে দিলেন, দিল্লিতে জনপরিসরে মাস্ক না পরলেই ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। আগে মাস্ক না পরলে জরিমানা করা হত ৫০০ টাকা। দিল্লিতে বুধবার সারাদিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৪৮৬ জন এবং ওই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩১ জনের। করোনার প্রকোপ ভাবিয়ে তুলছে দিল্লিবাসীকে। তাই বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দিল্লিতে জনপরিসরে যদি কেউ মাস্ক না পরেন, তাহলে তাঁকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

রাজধানীতে করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবারই সর্বদলীয় বৈঠক করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ওই বৈঠক শেষ সাংবাদিক সম্মেলন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, "করোনা-সংক্রমণ বাড়ছে, এই সময়টা দিল্লির জনগণের জন্য কঠিন সময়, উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সমস্ত দল। এটা রাজনীতি করার সময় নয়। রাজনীতি করার জন্য গোটা জীবন পড়ে রয়েছে। কিছু দিনের জন্য রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে, জনগণকে বাঁচাতে হবে আমাদের। সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে, এ বিষয়ে সমস্ত দল সহমত হয়েছে।"

ছট পুজো প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেছেন, "আমরা চাই আমাদের ভাই-বোনেরা খুব ভালোভাবে যেন ছট পুজো উদযাপন করতে পারেন। উদযাপন করুন, কিন্তু একসঙ্গে যদি ২০০-রও বেশি মানুষ জলাশয়ে পৌঁছন, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ একজন করোনা সংক্রমিত হন তাহলে সবাই আক্রান্ত হয়ে যাবেন। এমনটাই বিশেষজ্ঞদের মত। আপনারাই ভাবুন কতটা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে করোনা। উদযাপন নিষিদ্ধ হচ্ছে না, পুকুর অথবা জলাশয়ে একসঙ্গে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। এবার না-হয় বাড়িতেই উদযাপন করুন।"

টিয়কে নদীভাঙন রোধে কোটি টাকার প্রকল্প শিলান্যাস জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তের

টিয়ক (অসম), ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : নদীভাঙন রোধে কোটি টাকার প্রকল্প শিলান্যাস করেছেন রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত। উন্নয়ন ও প্রগতির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে রাজ্য সরকার প্রতিটি বিভাগে ইতিমধ্যে বহু কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে প্রকল্পের সূচনা করেছে। এই মধ্যে অন্যতম উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে নদীভাঙন রোধের প্রচেষ্টা।

আজ বৃহস্পতিবার টিয়কের কায়েমারিতে অসম সরকারের জলসম্পদ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শুভারম্ভ করেছেন জলসম্পদ মন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের শরিক দল অগপ-র কার্যনির্বাহী সভাপতি কেশব মহন্ত। স্থানীয় বিধায়ক রেণুপমা রাজখোয়া এবং বিভাগীয় কয়েকজন আধিকারিক ও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে কায়েমারি গোসাঁইগাঁও, চিনাতলি কুমারগাঁওয়ে নদীভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পের পাশাপাশি বেজরসিগা গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের জাঁজিমুখে বাঁধ সবলীকরণ প্রকল্পেও শিলান্যাস করেছেন জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত। অগপ-র টিয়ক বিধান পরিষদের সভাপতি বিকাশ শইকিয়া, দলের যোরহাট জেলা সম্পাদক দ্বীপেন বরগোহাঁইও শিলান্যাসস্থলগুলিতে ছিলেন।

এদিকে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে আশা করছেন মন্ত্রী কেশব। জনমুখি কাজগুলি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে তিনি বিভাগীয় কর্তপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া, আগামী জানুয়ারির মধ্যে সরকার দুই লক্ষ ভূমিহীন পরিবারকে ভূমিপাট্টা প্রদানের ব্যবস্থা করবে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত।

কন্টেইনমেন্ট জোনে খাবারের বন্দোবস্ত, ৬৭৫ গরিব পরিবারকে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সহায়তায় মঞ্জুরি

আইজল, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : কন্টেইনমেন্ট জোনে খাবারের বন্দোবস্ত করে গরিব পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তায় মঞ্জুরি দিয়েছে মিজোরাম সরকার। আইজল জেলার অন্তর্গত দিনথার ভেঙ কন্টেইনমেন্ট জোন এলাকায় ৬৭৫টি পরিবারকে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

করোনা-র প্রকোপে রুজি-রোজগারে টান পড়েছে। বিশেষ করে কন্টেইনমেন্ট জোনগুলিতে বসবাসকারীরা চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে, অর্থের অভাবে তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

মিজোরাম সরকার আইজল জেলায় দিনথার ভেঙ কন্টেইনমেন্ট জোন এলাকায় বসবাসকারী আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ৬৭৫টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবের অনুমোদনে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তায় মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারকে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। ওই টাকায় তাঁরা খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারবেন বলে মনে করছে মিজোরাম সরকার।

ওই অর্থ সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছনোর জন্য আইজলের ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অর্থ বরাদ্দের নথি সঠিকভাবে সংগ্রহ করার জন্যও বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ১৪ বাধারঘাটে নবনিযুক্ত সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় পিসিসি সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। ছবি- নিজস্ব।

নেতাজিকে নিয়ে মমতার চিঠি ভোটের টানে : সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি 'ভোটের টানে' বলে মন্তব্য করলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে চিঠিও দিয়েছেন সুজনবাবু।

বুধবার প্রধানমন্ত্রীকে এই চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিক্রিয়ায় সুজনবাবু টুইটে লিখেছেন, "শুভবুদ্ধির উদয়, নাকি ভোটের তাগিদ? ২৩ জানুয়ারী, নেতাজীর জন্মদিন "দেশপ্রেম দিবস" হিসাবে পালন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বারবার বলা হয়েছে, জাতীয় দেশপ্রেম দিবস ঘোষণার উদ্যোগ নিতে। যাই হোক! পত্র অবশেষে !বেশ !"

সুজনবাবু লিখেছেন, "কিন্তু মনের তাগিদে না ভোটের টানে চিঠি- মাননীয়া? শুধু জাতীয় ছুটি নয়। নেতাজীর জন্মদিনকে জাতীয় "দেশপ্রেম দিবস" ঘোষণা ও পালন করা জরুরি। নানা নথি প্রকাশ এবং অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন জরুরি। সেটাই মানুষের বরাবরের দাবি। বামপন্থীরা সেই মর্মেই দাবি জানিয়েছে এবং রাজ্য সরকারকে উদ্দ্যোগ নেবার অনুরোধ করেছে। মাননীয়া - দায়িত্ব নিন।।"

টুইটে এ ব্যাপারে ২০০৯-এর ৩১ ডিসেম্বর চার বাম দলের সাধারণ সম্পাদক সিপিএমের প্রকাশ কারাত, সিপিআইয়ের এবি বর্দন, ফরওয়ার্ড ব্লকের দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরএসপি-র টিজে চন্দ্রচূরণের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে লেখা যৌথ সাক্ষরিত চিঠি, ২০১১-র ১৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা এবং ২০১৮-র ১৮ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা সুজনবাবুর চিঠিও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

আসানসোলের ভোটারের স্বীকৃতি পেয়ে আপ্লুত বাবুল সুপ্রিয়র সচিত্র টুইট

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বাবুল সুপ্রিয় বিরোধী দলকে বড় ধাক্কা দিয়েছেন। আসানসোলের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রচনা সুপ্রিয় শর্মা আসানসোল ভোটার হলেন। আবেগের সঙ্গে একথা জানিয়ে বৃহস্পতিবার টুইট করেছেন বাবুলবাবু।

তিনি লিখেছেন, "আমি কথা হারিয়ে ফেলেছি। আসানসোলের কাছে আমি দায়বদ্ধ। আসানসোল আমাকে ভোটদাতা করল। আসানসোল এখন যেমন, ভবিষ্যতেও আমার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত থাকবে। এটা আমার দায়িত্ব আমরা একে অপরের পরিপূরক, সেটা নিশ্চিত করা।"

বাবুল সুপ্রিয় এর আগে কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ছিলেন। নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত নতুন তালিকায় সস্ত্রীক আসানসোল উত্তর বিধানসভার ভোটার হয়েছেন। এই কথা প্রকাশ্যে আসার পর এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনাও শুরু হয়েছে।

বলিউডের সাথে তাঁর সখ্যতার কারণে বাবুল সুপ্রিয় দীর্ঘদিন মুম্বইয়ে ছিলেন। একই সাথে আসানসোল থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। ভোটের আগে প্রচারে তাঁকে 'বহিরাগত' আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতেন প্রতিদ্বন্দ্বিরা। তাঁকে নিয়ে জল্পনা ছিল যে তিনি আসানসোলে থাকবেন না।

এবার ভোটার তালিকায় নিজের এবং তার স্ত্রীর নাম নথিভূক্ত করে তিনি এই বার্তা দিয়েছেন যে আসানসোলের জন্য তাঁর আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে। এখন পরে তিনি কী করবেন সেটি কেবলমাত্র সময় বলে দেবে। আসানসোল ভোটদাতা হওয়ায় বিজেপি সমর্থকরা রীতিমত উৎসাহিত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গুরুত্ব বাড়লে তবেই দলে থাকবেন, মুখ্যমন্ত্রীকে শর্ত আরোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর(হি. স.): বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। দলের সঙ্গে যে তাঁর একটি ঠান্ডা লড়াই চলছে তা বুঝতে অসুবিধা নেই কারোর। কিন্তু এই মুহূর্তে বিধানসভা নির্বাচনের আগে একেবারেই শুভেন্দুবাবুকে ছেড়ে দিতে নারাজ ঘাসফুল শিবির। এ কারণে বারবার দলের হেভিওয়েট সাংসদরা গোপনে বৈঠকে বসেছেন শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে। তবে এবার দলে থাকতে গেলে তাঁর দেওয়া তিনটি শর্ত মেনে চলতে হবে বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

সূত্রের খবর তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই তিন শর্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, প্রথমত, দলে থাকতে গেলে দলে তাঁর গুরুত্ব বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সংগঠনকে পুরনো অবস্থানে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এবং সর্বোপরি তিনি শর্ত দিয়েছেন ফের পুরনো জেলাগুলির দায়িত্ব তাঁকে দিতে হবে। পাশাপাশি এবার থেকে তিনি সরাসরি নেত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

ইতিমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যে দলের দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা বিভিন্ন সভায় তাঁর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। এরমধ্যে তৃণমূলে নির্বাচনী প্রকৌশলী প্রশান্ত কিশোর দেখা করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে। সেখানে গিয়ে তাঁর বাবা শিশির অধিকারীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষন আলোচনা করেছেন পিকে। এদিকে দলের দুই হেভিওয়েট সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে শুভেন্দুবাবু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রশান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এই মুহূর্তে তিনি একমাত্র দলনেত্রীর সঙ্গেই কথা বলে জানাতে চান তাঁর সমস্যার কথা। এর পরেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবেন।

শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষোভ চলছে। এই সময় তিন মাসে সমান্তরাল জনসংযোগ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর জনপ্রিয়তা কতটা বেশি। সেই অনুযায়ী দলে তাঁর গুরুত্ব বাড়ানো জরুরি হলেও তা করা হয়নি। উল্টে কমেছে তাঁর দায়িত্ব। এমনকি জেলাগুলি থেকে পর্যবেক্ষক তুলে নিয়ে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে ক্ষোভ এবং অভিমান তৈরি হয়েছে তাঁর মনে। যা নিয়ে দুই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। এবার তাই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরতে চান রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মালদহে বিস্ফোরণ নিয়ে নবান্নে বৈঠক, অকুস্থলে ববি হাকিম

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বিস্ফোরণ জেলায় তো বটেই রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

এদিন এই বিস্ফোরণের ঘটনায় নবান্নে বিস্তারিত খোঁজ নেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, 'সুজাপারে জ্ঞানপাড়া বলে জায়গায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিস্ফোরণ হওয়ার খবর এসেছে। প্লাস্টিক প্রসেসিং যন্ত্রে কাজ চলাকালীন এই বিস্ফোরণ হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই ৫ জন মারা গিয়েছেন। কিছু জন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সবাই বৈঠক করেছি। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই হেলিকপ্টারে করে দ্রুত সেখানে যাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম।"

সুজাপুরের ঘটনার খবর শুনে কয়েকঘন্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে যান রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা স্থানীয় নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি। রয়েছেন এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক ঈষা খান চৌধুরীও। ইংরেজবাজার শহরের বুকে চলন্ত টোটোতে বিস্ফোরণের ঘটনায় টোটোচালদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনার কিছুকাল বাদে ফের আজকের বিস্ফোরণ কার্যত আতঙ্ক তৈরি করেছে মালদা জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে। সূত্রের খবর, প্রায় ২৬জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে উদ্ধার করে ইংরেজবাজার শহরের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৯জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নোয়াপাড়ায় বিজেপি কার্যালয়ে আগুন, অভিযুক্ত তৃণমূল

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : নোয়াপাড়া গ্রামীণ মন্ডলের কয়রাপুরের বিজেপি কার্যালয় বুধবার গভীর রাতে অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়। এই কার্যালয়ে রোজ ভারতমাতার পুজো হত। বিজেপি-র অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি অর্জুন সিং ছবি-সহ টুইট করে জানান, পার্টি অফিসটি আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের অধীন বাবানপুরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুন্ডারাজ এভাবেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ চালাচ্ছে।" বৃহস্পতিবার তিনি ঘটনাস্থলে যান।

জেলা সভাপতি উমাশঙ্কর সিং সঙ্গীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, "কেবল বারাকপুর নয়, গোটা বাংলায় তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। সেই কারণে এই নোংরামি। এখানে বিজেপি খুব ভাল কাজ করছে। আগে যারা তোলাবাজি করত, এই অপকর্ম তারাই করেছে। পিছু হঠতে হঠতে বিজেপি-রও আর সরার জায়গা নেই। এরকম চলতে থাকলে আমরাও পালটা ব্যবস্থা নেব।"

স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, পার্টি অফিসে ৪০টা চেয়ার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, পাঁচটি ফ্যান, কিছু মূর্তি, কাগজপত্র ছিল। সব ছাই হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল লাগাতার তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি স্থাপন করা নিয়ে বেদি ও গাড়ি ভাঙচুর করে। ধমকে-চমকে আমাদের নিরস্ত করতে না পেরে তৃণমূলের ছেলেরা পুরো অফিসটাই জ্বালিয়ে দিল।

করোনা আবহে গঙ্গাসাগর মেলার বাজেট বাড়ালো রাজ্য সরকার

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর(হি. স.): করোনা আবহে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বাজেট বাড়ালো রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে চলতি বছরের গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফে। এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দফতরের আধিকারিকরা যোগ দিয়েছিলেন বৈঠকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া সহ বেশকিছু জেলার প্রশাসনিক কর্তা ও জেলার আধিকারিকরা।

এবারে করোনা আবহে গঙ্গাসাগর মেলা হবে কি না তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল। তাই এবারের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বেশ কিছু বাড়তি ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে বাড়ানো হয়েছে মেলার বাজেট। এবারের গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। গতবছর এই টাকার পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৩০ লক্ষ। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে এবারের মেলায় দুর্ঘটনার জেরে কেউ মারা গেলে সে মৃতের পরিবার পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

এছাড়াও মেলায় বাড়তি তিনটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স এবং দুটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাসপাতালে দ্রুত পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে এই অ্যাম্বুলেন্স গুলিকে। নবান্ন সূত্রে খবর রাজ্য সরকার ও এয়ার ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডকে ১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এই বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে মোতায়েন থাকবে। এছাড়াও আরও একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এর জন্য ই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। প্রসঙ্গত এই প্রথমবার রাজ্য সরকার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এর জন্য বেসরকারি সংস্থাকে নিযুক্ত করতে চলেছে।

বনমালীপুর এলাকার প্রবীণ নাগরিক তথা সিপিআইএম নেতা অমল চক্রবর্তীর বাবা প্রয়াত শ্যামা প্রদাস চক্রবর্তীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বন্দর এলাকায় গাড়ির যানজট এড়াতে নয়া ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি স): অফিস টাইমে বন্দর এলাকা গুলোতে বিভিন্ন সময় বাড়ে গাড়ির চাপ। যার জেরে চরম যানজটের সৃষ্টি হয় শহর জুড়ে। বন্দর এলাকায় যানজট এড়াতে এবার নয়া ব্যবস্থা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ। যানজট এড়াতে চালু হলো নতুন অ্যাপ।

খিদিরপুর ডক, নেতাজী সুভাষ ডক সহ একাধিক বার্থ প্রতিদিন কন্টেনার আসা যাওয়া করে। বন্দরে প্রতিদিন একসাথে প্রায় ১৫০০ গাড়ি ঢোকে বেরোয়। যার জেরে যানজটে চরম নাজেহাল অবস্থা হয় সাধারন মানুষের। ব্যস্ত সময় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ি নিয়ে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর নিয়ে আসলো এক নয়া অ্যাপ। যানজট থেকে থেকে মুক্তি দিতে গোকন নামে একটি অ্যাপ আনা হয়েছে।এই অ্যাপ খানিকটা ওলা-উবের অ্যাপের মতো। এই অ্যাপের মাধ্যমে দুই প্রান্তের জায়গা বাছাই করতে হবে,সময় দিতে হবে। কতদিনের জন্যে কন্টেনার প্রয়োজন সেটাও উল্লেখ করতে হবে। আর তাতেই বুকিং হয়ে যাবে কন্টেনার।

করোনা আবহে ঘরে বসেই অনলাইনে গঙ্গা স্নান সারতে পারবেন পুণ্যার্থীরা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর(হি. স.): এবার করোনাআবহে সবকিছুই হচ্ছে ভার্চুয়ালি। সেইমত এবারে ঙ্গাসাগরের গঙ্গাস্নান হবে ভার্চুয়ালি। এমন নতুন নিয়মের কথাই বৃহস্পতিবার বৈঠকের পর জানানো হল নবান্নের তরফে। চলতি বছরে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে এদিন এক ভার্চুয়ালি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল নবান্নে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শীর্ষ আধিকারিকরা। ওই ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া সহ বেশকিছু জেলার আধিকারিকরা এবং প্রশাসনিক কর্তারা।

এদিনের বৈঠকের পর জানানো হয়েছে এক বিশেষ অ্যাপ চালু করতে চলেছে নবান্ন। যার মাধ্যমে বুক করলেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে গঙ্গাসাগরের পবিত্র গঙ্গাজল। বাড়িতে বসেই সেই গঙ্গা জল দিয়ে স্নান সারতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। এতে যেমন গঙ্গাসাগরের ভিড় কম হবে ঠিক তেমনি মেনে চলা যাবে করোনা বিধি। এই অ্যাপ এর পোষাকি নাম দেওয়া হয়েছে "ই গঙ্গাসাগর মেলা ২০২১"।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিলার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মহিলার হাত পা ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে দুর্ঘটনাজনিত কারণেই মহিল অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এ ব্যাপারেএকটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এদিকে গন্ডাছড়া অমরপুর সড়কের গছিরাম এলাকায় একটি দ্রুতগামী বাইক ও গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের ফলে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে বাইকের চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।জানা গেছে বাইক এবং গাড়ি দুটি দ্রুতবেগে আসছিল। সে কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেকাররা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও সাড়া মিলেনি।

তাঁর দাবি, ৭৯১টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে মাঝপথে তা বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে স্পষ্ট, ৭৯১ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগ সম্ভব। কিন্তু, এখন শুধু ৪৭ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে আমাদের আপত্তি রয়েছে। তাই আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এ-বিষয়ে কথা বলতে সচিবালয়ে এসেছি। তবে আজ মুখ্যমন্ত্রী অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁরা দেখা করতে পারেননি।

এদিকে, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা জানিয়েছেন, ৭০১ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগে অর্থ দফতরের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু অর্থ দফতর শুধু ৪৭ জন এমপিডব্লিউ নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিশ্চিতভাবে কলেজে ভরতি হতে পারবেন। তিনি জানান, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথমবার পাঁচ বছরের জন্য কেমিস্ট্রি বিষয়ে ইনটিগ্রেটেড মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে। এই কোর্সে ৬০টি আসনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪৫টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভরতি হয়েছেন।

তিনি আরও জানান, বছর বাঁচাও কর্মসূচিতে পঞ্চম, অষ্টম, নবম শ্রেণির পরীক্ষা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। দ্বাদশের এই পরীক্ষা ২৪ নভেম্বর শেষ হবে। ৩০ নভেম্বর সকলের ফলাফল জানানো হবে।

কাটছেই না

আটের পাতার পর

ঢাকা ছিল। ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল আইটিও এবং যমুনা ঘাটও। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩০৫ (ভীষণ খারাপ), ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২২৬ (খারাপ), লোধি রোডে ১৮১ এবং আর কে পুরমে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২৮৭ (খারাপ)।

তুফানগঞ্জে বিজেপি সমর্থকদের ওপর পুলিশের লাঠি, ব্যাপক উত্তেজনা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র স্থানীয় নেতা কালাচাঁদ কর্মকারের হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেখানে এদিন পুলিশের লাঠির ঘায়ে বেশ ক'জন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন।

তুফানগঞ্জ বিধানসভার ২৯/৩০ মন্ডলের অন্তর্গত ১৯৮ নং বুথের সম্পাদক কালাচাঁদ কর্মকারকে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা বুধবার নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। তার প্রতিবাদে তুফানগঞ্জ বিধানসভার রাজপথে ১২ ঘণ্টার ধর্মঘট ডাকে বিজেপি।

ধর্মঘট সফল করতে কোচবিহার জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অজয় সাহা, জেলা নেতৃত্ব সহ তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির কার্যকর্তারা সমবেত হলে পুলিশ তাঁদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চালায়। এতে বেশ ক'জন বিজেপি কর্মী আহত হন।

সমাজের

● প্রথম পাতার পর

বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ আন্দোলনে শামিল হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয় জানান কাঞ্চনপুর রিয়াং শরণার্থীদের আক্রমণে সুবল দে নামে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ।আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন মিজোরাম থেকে ত্রিপুরার রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একই অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে।কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ।

তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন কোনভাবেই ত্রিপুরার রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে রাজ্যে বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে। শুধু নাই তাই নয় বাঙ্গালীদের অধিকার রক্ষা সম্ভব হবে না।বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব এবং অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সমস্ত অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র যুব সমাজ। এদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা প্রশাসন কাঞ্চন মহাকুমায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

এই আইন অমান্য করেই আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে কোন সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।এদিকে সরকার এবং প্রশাসন উত্তর ত্রিপুরা জেলার শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে।ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে বেশ কিছু উপজাতীয় অংশের পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।আন্দোলনকারীদের অভিযোগ রিয়াং শরণার্থীদের পূনর্বাসনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নিলে কাঞ্চনপুর মহকুমা বাঙালি শূন্য হয়ে যেতে বাধ্য হবে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পাচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেশের অনেক রাজ্যের তুলনায় দুর্বল। তবুও সুস্থতার হারে ত্রিপুরা দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় প্রতি ১০ লক্ষ নমুনা পরীক্ষায় গড় ১, ২৫৮১৩। এ-ক্ষেত্রে দেশের ২০টি রাজ্য ত্রিপুরা থেকে পিছিয়ে। এমনকি, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, হরিয়ানা, গুজরাতের মতো বড় রাজ্য ত্রিপুরা থেকে এ-বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এদিন তিনি আরও দাবি করেন, করোনা আক্রান্তের হারেও ত্রিপুরা দেশের ১৬টি রাজ্যের তুলনায় ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমন-কি, জাতীয় গড় ত্রিপুরা থেকে বেশি। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৬.৪১ শতাংশ। সেই তুলনায় জাতীয় গড় ৬.৯৭ শতাংশ।

এদিকে, মৃতের হারেও ত্রিপুরা দেশের ১৯টি রাজ্যের তুলনায় ভালো অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুসারে, ত্রিপুরায় বর্তমানে মৃতের হার ১.১২ শতাংশ। সেই তুলনায় জাতীয় গড় ১.৪৭ শতাংশ। তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আজ ত্রিপুরাকে নিরাপদ অবস্থানে রাখতে সহায়তা করেছে। তবে, এখনই নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বনে কোনও গাফিলতি করা যাবে না, পরামর্শ দেন তিনি।

সোনিয়া ও রাহুলের

আটের পাতার পর

বৃহস্পতিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে জয়ন্তীতে প্রণাম জানাইঊ" এদিন সকালে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী শক্তি স্থল ও ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে গিয়ে ইন্দিরাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ইন্দিরাকে "ভারত মায়ের মহান কন্যা" আখ্যা দিয়েছেন রাহুল।

ছাত্র ছাত্রীদের

আটের পাতার পর

খুলে দিলে তারা এপারে আসে এবং ওপারে যায়। কিন্তু দেখা গেছে, স্কুল শুরু হয়ে গেলেও দুপুর ১টার পরও গেইট খোলা হয়না। তাতে প্রচন্ড সমস্যায় পড়ছে ছাত্র ছাত্রীরা। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্র ছাত্রী এবং অভিবাবকরা এদিন পথ অবরোধের আন্দোলনে শামিল হয়। তারা কলমচৌড়া থানার সামনে অবরোধ গড়ে তুলে। পরে সেখানে বিএসএফ, পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিকরা ছুটে যায়। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় ছাত্র ছাত্রীরা।

ক্রীড়াঙ্গন

‘মেসি-রোনালদোকে একই সময়ে দেখতে পেরে আমরা ভাগ্যবান’

কে সেরা? লিওনেল মেসি নাকি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো? এ নিয়ে বিতর্কের যেন শেষ নেই। বের্নাদর্দো সিলভার মতে, এই তুলনা করাই ঠিক নয়। বরং সময়ের সেরা দুই ফুটবলারকে একই সময়ে দেখতে পারায় নিজেদের ভাগ্যবান মনে করা উচিত বলে মন্তব্য করেন ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার।

গত এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বে রাজত্ব করে চলেছেন মেসি ও রোনালদো। বার্সেলোনা অধিনায়ক মেসি ছয়টি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন, রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে এখন ইউভেন্তুসে খেলা রোনালদো জিতেছেন পাঁচটি। দুজনের অর্জনের তালিকাতে আছে ভুরিভুরি ব্যক্তিগত ও দলীয় সাফল্য। রোনালদোর সঙ্গে পর্তুগাল জাতীয় দলে খেলেন সিলভা। সম্প্রতি বিবিসির এক আয়োজনে দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মেসি ও রোনালদোর মধ্যে সেরার প্রশ্নে নিজের ভাবনা জানান এই মিডফিল্ডার।

“এটি এমন এক বিতর্ক, যা নিয়ে বিতর্ক করাই ঠিক নয়। আমাদের ভাগ্যবান মনে করা উচিত যে, আমরা দুজনকে একই সময়ে একসঙ্গে খেলতে দেখছি। তারা সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের দুজন, যদি সর্বকালের সেরা দুই খেলোয়াড় নাও হয়।”

জাতীয় দলে একসঙ্গে খেলায় রোনালদোকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সিলভা। দেখেছেন নিজেকে ফিট রাখতে দেশের রেকর্ড গোলদাতা কতটা পরিশ্রম করেন।“আমি যে তার (রোনালদো) কিছু গোলে সহায়তা করেছি, এটা সন্তান ও নাতি-নাতনিদের বলতে পারাটা দারুণ ব্যাপার হবে। মাঠের ভেতরে ও বাইরে সে সবার জন্য এক উদাহরণ।”

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় হতাশ জিদান

এইবারের বিপক্ষে প্রথমার্ধে দারুণ খেলা রিয়াল মাদ্রিদ খেই হারাল বিরতির পর। তাই পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় শুভসূচনা পেলেও দলের দ্বিতীয়ার্ধের পারফরম্যান্সে হতাশ দলটির কোচ জিনেদিন জিদান টনি ক্রুস, সের্হিও রামোস ও মার্সেলোর গোলে রোববার রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে রিয়াল। স্বস্তির জয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ২ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে প্রতিযোগিতাটির সফলতম দলটি।শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলা রিয়াল চতুর্থ মিনিটে ক্রুসের গোলে এগিয়ে যায়।

৩০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রামোস। ছয় মিনিট পর মার্সেলোর বুলেট গতির শট জাল খুঁজে পেলে স্কোরলাইন হয় ৩-০।শুরুতে অমন দাপুটে পারফরম্যান্সে বড় ব্যবধানে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল রিয়াল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বাজে খেলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা, খেয়ে বসে গোল। ম্যাচের পর জিদান মার্কাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করে নেন, দ্বিতীয়ার্ধে ভুগেছে তার দল।“বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফুটবল ভিন্ন মাত্রার, কঠিন; কিন্তু আমাদের অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে। প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেললেও বিরতির পর ভুগেছি। গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু সামনে আরও ১০ ম্যাচ বাকি।”

সামনের সপ্তাহগুলোতে প্রতিটি দলকে প্রতি তিন দিনে একটি করে ম্যাচ খেলতে হবে।করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বাস্তবতার সঙ্গে দলকে মানিয়ে নেওয়ার আহ্বান জিদানের।“সূচির ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের বড় একটা স্কোয়াড আছে এবং সব খেলোয়াড় প্রস্তুত। এখন আমরা বিশ্রাম নেব এবং পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হবো।”আগামী বৃহস্পতিবার লিগে নিজেদের পরের ম্যাচে ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল।

রিয়ালের বাকি রইলো ‘১০ ফাইনাল’

জিততে হবে ‘১১ ফাইনাল’-লা লিগা পুনরায় শুরুর আগে এমন প্রত্যয় বারবার শোনা যাচ্ছিল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ-খেলোয়াড়দের কণ্ঠে। এইবারকে হারানোর পর দলটির অধিনায়ক সের্হিও রামোস সতীর্থদের দিলেন বাকি ‘১০ ফাইনাল’ জয়ের বার্তা।মার্সেলোর গোল উদযাপনে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস’প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের থাবায় গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লা লিগা মাঠে ফেরে গত ১১ জুন। এ যাত্রায় রোববার রাতে লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলে রিয়াল। বিরতির পর বিবর্ণ থাকলেও প্রথমার্ধের দাপুটে পারফরম্যান্সে ৩-১ গোলের জয় তুলে নেয় জিনেদিন জিদানের দল।টনি ক্রুস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর রামোস ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তৃতীয় গোলটি আসে আরেক ডিফেন্ডার মার্সেলোর জোরালো শটে। ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় দিয়ারিও এএসকে রামোস জানান, লিগের বাকি ১০ ম্যাচ জয়ের প্রত্যয়।“এইবারের বিপক্ষে দল যতটা সম্ভব ভালো খেলেছে। এটা ঠিক যে, আমরা পুরো ৯০ মিনিট একইভাবে মনোযোগ ধরে রাখতে পারিনি। তবে প্রথমার্ধে যে ভালো খেলেছিলাম, ৩-০ লিড নিয়ে বিরতিতে যাওয়ায় সেটাই প্রমাণ হয়।”“আমরা নিজেদের পর্যায়ে খেলায় ফিরছি। তবে আমাদের ১০টি ফাইনাল এখনও বাকি এবং আমরা সবগুলো জয়ের চেষ্টা করব।”লম্বা বিরতির পর মাঠে ফেরায় এমন ছন্দপতন স্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন রিয়ালের এই নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার।

‘যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে ক্যারিবিয়ান বোলিং’

কেমার রোচ, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, জেসন হোল্ডাররা অনেক দিন ধরে টানছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এরই মধ্যে চলে এসেছে বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় পেসার। অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেলে গড়া পেস আক্রমণের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত রডি ইস্টউইক। রোচ-গ্যাব্রিয়েলদের মাঝে ক্যারিবিয়ানদের সহকারী কোচ দেখছেন বিশ্বের যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সামর্থ্য।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজে ক্যারিবিয়ানে আগুন ঝরানো বোলিং করেছিলেন রোচ। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন সুর। সফরকারীরা গুটিয়ে যায় ৭৭ রানে। পরের টেস্টে দুই ইনিংসেই নেন চারটি করে উইকেট। এবারও ইংলিশদের চেপে ধরার হুমকি এরই মাঝে দিয়েছেন তিনি।

নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলে টেস্টে খেলতে পারেন গ্যাব্রিয়েল। আলজারি জোসেফ, শেমার হোল্ডারের মাঝে কোচ ফিল সিমন্স দেখেন অমিত সম্ভাবনা।

ব্যাকআপসহ মোট ১১ পেসার নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওশেন টমাস, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, কিওন হার্ডিং আছেন তাদের মাঝে। অনূর্ধ-১৯ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলা জফ্রা আর্চার জন্মভূমি ছেড়ে খেলছেন ইংল্যান্ডের হয়ে। তবে পেস বোলিংয়ে প্রতিভার কমতি নেই ক্যারিবিয়ানদের। ইস্টউইক জানান, সফরে পেস বোলারদের ওপর বেশি নির্ভর করবেন তারা।

“ফাস্ট বোলিং আমাদের মূল শক্তি। শ্যানন, জেসন, আলজারি, কেমার-এই চার জন ফাস্ট বোলার এই দলে আছে। একই সঙ্গে এই সফরে আমরা কয়েকজন তরুণ পেসারকে পেয়েছি; শেমার, টমাস, অ্যান্ডারসন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবারও ফাস্ট বোলারে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। এটা আমাদের জন্য দারুণ একটি সময়। তাই আমরা এই সফরের দিকে চেয়ে আছি এবং ফাস্ট বোলাররা কেমন করছে তা দেখার অপেক্ষায় আছি।”

২০১৭ সালের অগাস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত খেলা পেসারদের মধ্যে বোলিং স্ট্রাইক রেটে শীর্ষ তিন স্থানই ক্যারিবিয়ানদের। এ সময়ে ১৯ টেস্ট খেলা রোচের স্ট্রাইক রেট ৪৫.৬, ১৭ টেস্ট খেলা হোল্ডারের স্ট্রাইক রেট ৪৬.৯ এবং ১৯ টেস্ট খেলা গ্যাব্রিয়েলের ৪৭.৬। পঞ্চাশের উপর স্ট্রাইক রেট নিয়ে পরের তিন স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন, আর্চার ও স্টুয়ার্ট ব্রড।

দারুণ এই উন্নতির পেছনে ফিটনেস নিয়ে কাজ করার সুফল দেখছেন ইস্টউইক। “আমরা যেটা করেছি, তা হলো আমাদের ফিটনেসের উন্নতি। এই জিনিসটাই মূল। আশির দশকের পেসারদের কথা ভাবুন, তাদের একটা জিনিসই ছিল, ফিটনেস। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ফাস্ট বোলিং কী, তারা সেটা বুঝতে পারছে, তাদের বয়স বাড়ছে সেটা বুঝতে পারছে।”

“কেমার ও শ্যানন এই বিভাগকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা এখন খুব, খুবই অভিজ্ঞ। গত দুই বছরে হোল্ডার আরও ভালো টেস্ট বোলারে পরিণত হয়েছে। জোসেফ তার সামর্থ্য দেখানো শুরু করেছে। আমাদের চার জন ফাস্ট বোলার আছে, যাদের নিয়ে আমরা বিশ্বের যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি।”

PNIe-T NO:- 16/EE-I/2020-21, Dated 16/11/2020

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the4aligible bidders up to 15.00 hours on 17-12-2020 for 01(One) No. Retrofitting and rehabilitation work. For details visit https://tripuratenders.govin or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

(ER. R. CHOWDHURY)
EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I,
PWD (R & B), AGARTALA,
WEST TRIPURA

ICA/C-2154/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 21/AGRI/EE(WEST)/2020-21

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites separate percentage Rate e-Tender from the eligible bidders upto 8.00PM on 02 /12/2020 for the following works.

Sl. No	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Pre-bid discussion	End date of e-Bidding	Time and Date of opening of Tender.
1	DNIT NO. E – 49 /AGRI/EE(WEST) / 2020-21	Rs. 8,69,683.00	Rs. 8,697.00	45 Days	Rs.1000.00	15/11/2020	02/12/2020 upto 3.00PM	03/12/2020 At 1.00PM

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal www.tripura.tenders.gov.in and in the 0/0 the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture &)rmers Welfare,Agartala.
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

(Er. S. K. Malakar)
Ekecutive Engineer(West) Department of Agriculture &FW Agartala, Tripura.

ICA/C-2165-2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 29/EE/DWS/DMN/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 03.12-2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 224/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 21,16,772.00	Rs. 21,168.00	60 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 225/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 21,16,772.00	Rs. 21,168.00	60 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 226/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 21,16,772.00	Rs. 21,168.00	60 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 227/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 15,07,815.00	Rs. 15,078.00	60 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 228/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 15,07,815.00	Rs. 15,078.00	60 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 229/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 15,07,815.00	Rs. 15,078.00	60 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 230/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 15,07,815.00	Rs. 15,078.00	60 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 231/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 15,07,815.00	Rs. 15,078.00	60 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 232/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 15,07,815.00	Rs. 15,078.00	60 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 233/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,09,537.00	Rs. 24,095.00	60 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No: 234/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,09,537.00	Rs. 24,095.00	60 days	Appropriate Class
12	DNIe-T No: 235/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,09,537.00	Rs. 24,095.00	60 days	Appropriate Class
13	DNIe-T No: 236/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,14,729.00	Rs. 6,147.00	180 days	Appropriate Class
14	DNIe-T No: 237/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,14,729.00	Rs. 6,147.00	180 days	Appropriate Class
15	DNIe-T No: 238/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,14,729.00	Rs. 6,147.00	180 days	Appropriate Class
16	DNIe-T No: 239/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 4,20,319.00	Rs. 4,203.00	180 days	Appropriate Class
17	DNIe-T No: 240/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 4,20,319.00	Rs. 4,203.00	180 days	Appropriate Class
18	DNIe-T No: 241/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 5,26,065.00	Rs. 5,261.00	180 days	Appropriate Class
19	DNIe-T No: 242/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 5,26,065.00	Rs. 5,261.00	180 days	Appropriate Class
20	DNIe-T No: 243/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,14,729.00	Rs. 6,147.00	180 days	Appropriate Class
21	DNIe-T No: 244/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 4,03,992.00	Rs. 4,040.00	180 days	Appropriate Class
22	DNIe-T No: 245/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 9,68,149.00	Rs. 9,681.00	180 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 03-12-2020 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 03-12-2020 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee : Rs/- 1,000.00 each, (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA/C-2160-2020-21

No.2293 Registered No. N. E. 930.

TRIPURA GAZETTE

Published by Authority EXTRAORDINARY ISSUE

Agartala, Tuesday, November 17, 2020 A. D., Kartika 26, 1942 S. E.

PART--I-- Orders and Notifications by the Government of Tripura, The High Court, Government Treasury etc.

GOVERNMENT OF TRIPURA URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NO.F.2(1)-UDD/DUD/2020/15309-327 Dated, Agartala, the 17th Nov. 2020,

NOTIFICATION

WHEREAS the State Government expressed its intention to include the area mentioned in the schedule below with Mohanpur Munic:i• al Council vide Urban Development Department's Notification No.F.2(1)- UDD/DUD/2020/ 12523-41 dated the 14e October, 2020 as required under section 7 of the Tripura Municipal Act,1994 as published in the extraordinary issue of Tripura Gazette dated the 14th October, 2020 as required under section 4 of the Tripura Municipal Act, 1994 inviting objection from all inhabitants likely to be effected thereby as required under section 5 of the Tripura Municipal Act;

AND WHEREAS, the said Notification was made available to the public on the 14Th October, 2020.

AND WHEREAS no objection has been received from any inhabitants of the area specified in the Schedule below ca the said intention of the State Government within the time specified by section 5 of the said Act.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Tripura Municipal Act. 1994, the State Government hereby constitutes the area as mentioned in Schedule hereto as Mohanpur Smaller Municipal Areas which will be known as Mohanpur Municipal Council.

SCHEDULE MOHANPUR

Existing Area	Existing Population as per ROR as on 31.03.2020	Area now being area added	Population of added area
5.06 Sq,Km	18,549	1.725 Sq.Km.	1,464

Details of area to be included in Sabraom Nagar Panchayat :

Name of District	Name of Block	Name of GP(Full or Part)	Para/Revenue Mouja	Area (in Sq.Km)	Population of added area
West	Mohanpur Block.	Harinakhola G.P. (Part) Ward No.7(Full)	Pal Para(part) Rabindra Palli, Kumar Para, Kaya Mara under Taranagar Revenue Mouja.	1.00	768
		Ward No.8(Full)	BSF Para(Part)(Kalibari) under Taranagar Revenue Mouja.	0.625	546
		South Taranagar(Part) W.No.6(Part)	Karaitala (Part) Under Taranagar Revenue Mouja.	0.1	150
Total				1.725	1,464

Tripura Gazette, Extraordinary Issue, November 17, 2020 A. D.
Mohanpur Municipal Council after Inclusion of above new area
Total area : 19.775 Sq. Km.
Total Population : 20,013

By order of the Governor,
(R. K. Debbarrna)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura

ICA/D-889/2020-21

No.2292 Registered No. N. E. 930.

TRIPURA GAZETTE

Published by Authority EXTRAORDINARY ISSUE

Agartala, Tuesday, November 17, 2020 A. D., Kartika 26, 1942 S. E.

PART--I-- Orders and Notifications by the Government of Tripura, The High Court, Government Treasury etc.

GOVERNMENT OF TRIPURA URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NO.F.2(1)-UDD/DUD/2020/15328-346 Dated, Agartala, the 17th Nov. 2020,

NOTIFICATION

WHEREAS the State Governme. 4 expressed its intention to include the area mentioned in the schedule below with Sabroom Nagar Panchayat vide Urban Development Department's Notification No.F2(1)- UDD/DUD/2020/ 12657-75 da....d the 14`" October. 2020 as required under section 7 of the Tripura Municipal Act,1994 as published in the extraordinary issue of Tripura Gazette dated the 14w) October, 2020 as required under section 4 of the Tripura Municipal Act, 1994 inviting objection from all inhabitants likely to be effected thereby as required under section 5 of the Tripura Municipal Act;

AND WHEREAS, the said Notification was made available to the public on the 147' October, 2020. AND WHEREAS no objection has been received from any inhabitants of the area specified in the Schedule betas': on the said intention of the State Government within the time specified by section 5 of the said Act.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Tripura Municipal Act. 1994, the State Government hereby constitutes the area as mentioned in Schedule hereto as Sabroom Transitional Municipal Areas which will be known as Sabroorn Nagar Panchayat.

SCHEDULE SABROOM

Existing Area	Existing Population as per ROR as on 31.03.2020	Area now being area added	Population of added area
5.06 Sq,Km	6,844	0.0396 Sq.Km.	88

Details of area to be included in Sabraom Nagar Panchayat :

Name of District	Name of Block	Name of GP(Full or Part)	Para/Revenue Mouja	Area (in Sq.Km)	Population of added area
South	Satchand R.D.Block	Damdama GP Ward No.1(Part)	Singh Tilla Part under Doulbari Revenue Mouja	0.0174	43
		Vivekananda Palli GP Ward No.V(Part)	Harinarayanpur(Part) under Purba Jalefa Revenue Mouja.	0.0034	08
		Paschim Sabroom GP Ward No.V(Part)	Purba Jalefa Madan Mohan Palli (Part) under Purba Jalefa Revenue Mouja.	0.0188	37
	Total			0.0396	88

Tripura Gazette, Extraordinary Issue, November 17, 2020 A. D.
Sabroom Nagar Panchayat after Inclusion of above new area
Total area : 5.0996 Sq. Km.
Total Population : 6,932

By order of the Governor,
(R. K. Debbarrna)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura

ICA/D-886/2020-21

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বামফ্রন্ট সমর্থিত চারটি সংগঠনে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে ধরনা প্রদর্শন করেন। ছবি-নিজস্ব।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও জনগণের রোজগার সুনিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ নভেম্বর।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও জনগণের রোজগার সুনিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় এমজিএন রেগায় ক'ষি, বনায়ন, গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়ন সহ স্থায়ী সম্পদ স'ষ্টি করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে কাজের অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি করে তা দ্রুত রূপায়ণ করতে হবে। আজ আগরতলার প্র'ভবনের ৩ নং সভাগৃহে ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সভাগুলিতে জবকার্ড সম্পর্কিত বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা ব'দ্ধি করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অব্যবহৃত জলাশয়গুলিকে সংস্কারের মাধ্যমে কিভাবে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করার জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে নির্দেশ দেন। রেগার কাজে রাজ্যকে শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করারও পরামর্শ দেন তিনি। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক র'তি দাস, বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মুখ্য প্রধান বন সংরক্ষক ড. ডি কে শর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ এবং রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

পর্যালোচনা সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলের গত পর্যালোচনা সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ড্রাগন ফ্রুট চাষকে এমজিএন রেগার অনুমতিযোগ্য কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। পাশাপাশি আনারসকেও অনুমতিযোগ্য কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে ৫৮টি ব্লকের ১১৭৮টি গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজে এমজিএন রেগায় ৬ লক্ষ ১৮ হাজার জবকার্ড হোল্ডার রয়েছে। তিনি জানান, চলতি অর্থবছরে রাজ্যের প্রজেক্টেড লেবার বাজেট হচ্ছে ৪ কোটি। এ পর্যন্ত ২ কোটি ৭৪ লক্ষ শ্রমদিবস স'ষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে ১০৮.১৮ শতাংশ অর্জন করা গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে রেগায় গড়ে ৪৮ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। ১২টি অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকে এখন পর্যন্ত গড়ে প্রায় ৮২ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। তিনি জানান, এমজিএন রেগায় উদ্যান দপ্তর থেকে সুপারি, কমলা, আনারস এবং ড্রাগন ফ্রুটের চাষাবাদ অব্যাহত রয়েছে। ড্রাগন ফ্রুট চাষকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। সভা থেকে জানানো হয় তিনটি জেলায় যথাক্রমে গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলায় ড্রাগন ফ্রুট চাষ করা হচ্ছে।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব আরও জানান, বন দপ্তর থেকে এমজিএন রেগায় রাস্তার ধারে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪৪১ হেক্টর এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষে প্রায় ৬৯৫.৫০ হেক্টর বনায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি নদীর পাড়েও বনায়ন করা হচ্ছে। তিনি জানান, টিটিএএডিসি' রেগায় মূলত রাবার, সুপারি এবং এগ্রোফরেস্ট্রি চাষাবাদের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৯২৬.৫০ হেক্টর রাবার বাগান করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৪৯৫টি প'ায়েতে সোশ্যাল অডিট করা হয়েছে। রাজ্যে গ্রামীণ এলাকার কাঁচা রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি ও সভার আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

সভায় রাজ্যের ৮টি জেলায় স্থায়ী সম্পদ স'ষ্টির লক্ষ্যে এবং জীবিকা নির্বাহে এমজিএন রেগায় যে সকল বড় প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে সেইগুলি বিস্তারিত তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকগণ। পশ্চিম জেলায় স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবিকা নির্বাহে এমজিএন রেগা ও এনইআরএলপি'র মাধ্যমে গবাদি পশুর জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। গোমতী জেলার কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত রাইজাবাড়ি ভিলেজের ১৫০ জন দুঃস্থ পরিবারের জীবিকা নির্বাহে মৎস্য এবং পশু খামার তৈরির প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ব্লকের পূর্ব গকুলনগর প'ায়েতে সু-স্থায়ী জীবিকা নির্বাহের জন্য সু-সংহত প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। দক্ষিণ জেলায় রাজনগর ব্লকের অধীন বরদোষ লেক ইকো ট্যুরিজম প্রজেক্ট পুনরুজ্জীবিত করার কাজ রূপায়িত হচ্ছে। ধলাই জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়ার ১০৪ পরিবার এবং তিলক কুমার পাড়ার ৬৮টি পরিবারকে মৌলিক সুবিধা প্রদান এবং পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ রূপায়িত হচ্ছে। খোয়াই জেলায় মহিলা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য এমজিএন রেগায় গবাদি পশু পালনে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ রূপায়িত হচ্ছে। ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল ব্লকের অধীন দক্ষিণ মাছমাড়া মডেল প্রজেক্ট উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর জেলায় ইকো ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলা এবং জীবিকা নির্বাহে মৎস্য কর্মসূচি এবং আগর চাষের জন্য কদমতলা ব্লকের চুড়াইবাড়িতে একটি প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হচ্ছে।

ধর্মঘটের প্রচারে নামল সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ নভেম্বর।। আগামী ২৬ শে নভেম্বর দেশ ব্যাপী সাধারন ধর্মঘটের সমর্থনে গন্ডাছড়ায় সিআইটিইউর প্রচার মিছিল। বৃহস্পতিবার সিআইটিইউর গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সাত দফা দাবির ভিত্তিতে দশটা ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশ ব্যাপী সাধারন ধর্মঘটের সমর্থনে গন্ডাছড়া সদর বাজারে প্রচার মিছিল সংগঠিত করা হয়। এর আগে সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা অফিস প্রাঙ্গণ থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটা মিছিল গন্ডাছড়া বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউর গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুশান্ত হাজারি, সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ পার্টির প্রথম সারির নেতৃত্ব সুমতি চাকমা। তাছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শৈলেশ দাস, বিশ্বজিৎ সরকার, সুবোধ মল্লিক, দীপক দাস প্রমুখ। বক্তারা সাত দফা দাবির সমর্থনে দেশ ব্যাপী ধর্মঘটের আহবান জানিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। এই দিনের প্রচার মিছিলে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি বেশ সাড়া পড়ে।

রাধানগর অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। রাজধানীর রাধানগর সংলগ্ন কাঠালতলী এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকলে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান এর উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যাতে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। উল্লেখ্য মঙ্গলবার রাতে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রাধানগরের কাঠালতলী এলাকায়বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ১৫ টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বর্তমানে অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা সুস্থভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারাও। প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এদিকে জেলা এবং মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ইতিমধ্যেই আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৫০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। জেলাশাসক ডাক্তার শৈলেশ কুমার যাদব এবং মহকুমা শাসক অসীম সাহা জানিয়েছেন ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে।

আজ থেকে জিবি হাসপাতালে পুনরায় চালু হচ্ছে আউটডোর পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার থেকে জিবি হাসপাতালে পুনরায় চালু হচ্ছে আউটডোর পরিষেবা। এছাড়া জিবি হাসপাতালের যেসব পরিষেবা ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল সেই সব পরিষেবা হাসপাতালে আনা হচ্ছে। ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তরিত ট্রমা সেন্টার জিবি হাসপাতাল এর পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এজন্য চলেছে যাবতীয় প্রস্তুতি। এদিকে জিবি হাসপাতালে জয়ন্তি ওয়ার্লে করোণা আক্রান্ত রোগীদের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধীরে ধীরে কমতে থাকায় জিবি হাসপাতাল থেকে ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন পরিষেবা পুনরায় জিবি হাসপাতালে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগ্রহণ করা হলে সাধারণ মানুষ জন চিকিৎসা পরিভাষায় বা সুযোগ পাবেন। চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েগত কয়েক মাস ধরে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেই সব যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। জিবি হাসপাতালকে করুণা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করার ফলে বেশ কয়েক মাস ধরেই আউটডোর বন্ধ রাখা হয়। অন্যান্য বেশকিছু ওয়ার্ড জিবি হাসপাতাল থেকে পার্শবর্তী ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সাধারণ রোগীরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষবা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতাল কে আবার উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। জিবি হাসপাতালে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন জিবি হাসপাতালক দু-দুবার সেনিটাইজেশন করা হয়েছে। যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে জিবি হাসপাতাল পুনরায় বিভিন্ন ওয়ার্ড চালু করা হবে। আউটডোর পরিষেবাও যথারীতি চালু থাকবে।

নতুন করোনা সংক্রমিত ৩২ জন
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বনিম্ন আক্রান্ত রাজ্য মিজোরাম

আইজল, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : নতুন করে মিজোরামে ৩২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

তবে করোনাক্রান্ত হয়ে নতুন কারোর মৃত্যু হয়নি। মিজোরামে এখন পর্যন্ত ৩,৫১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩,০২১ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, ৪৮৭ জন করোনা-আক্রান্ত বর্তমানে সক্রিয় রয়েছেন।

এদিকে, পাঁচজনের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সকলেই আইজলের বাসিন্দা বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে করোনা আক্রান্তের নিরিখে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে মিজোরাম।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মিজোরামে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এমন-কি, সারা দেশের মধ্যে করোনায় সবচেয়ে কম আক্রান্তের নিরিখে মিজোরাম দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

মিজোরামের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের রিপোর্টে প্রকাশ, নতুন করে রাজ্যে ৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বিস্তারিত তথ্যে জানা গিয়েছে, জেডএমসি-তে আরটি-পিসিআর ৪৩৬টি নমুনা পরীক্ষায় ২ জন, জেলা হাসপাতালের ট্রুনেট ল্যাবে ১১৮ নমুনা পরীক্ষায় ১৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৮৪৩টি নমুনা পরীক্ষায় ১২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

এদিকে, মিজোরামে এখন পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের মধ্যে ২,৬১২ জন পুরুষ এবং ৯০১ জন মহিলা রয়েছেন। তাছাড়া, রাজ্যে এখন পর্যন্ত আইজল জেলায় সবচেয়ে আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

জেলা ভিত্তিক করোনা আক্রান্তের তথ্যে দেখা গেছে, আইজল জেলায় বর্তমানে ৩৪২ জন সক্রিয় এবং ২,১০৫ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন।

পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, করোনায় আক্রান্ত লুংলেই জেলায় সক্রিয় ১৭ জন ও সুস্থ ২৮৩ জন, সিয়াহ জেলায় সকলেই সুস্থ হয়েছেন, চাম্পাই জেলায় সক্রিয় ৫ জন এবং সুস্থ ৬১ জন, কোলাশিব জেলায় ১২ জন সক্রিয় এবং সুস্থ ২৫৪ জন, সারছিপ জেলায় সক্রিয় ২৩ জন এবং সুস্থ ২৭ জন, লঙতেই জেলায় সক্রিয় ৫৮ জন এবং সুস্থ ১০৩ জন, মামিত জেলায় সক্রিয় ১২ জন এবং সুস্থ ৬০ জন, খাউজাউল জেলায় সক্রিয় ১২ জন এবং সুস্থ ৭ জন, হনাথিয়াল জেলায় সক্রিয় ২ জন এবং সুস্থ ১৩ জন এবং সাইতুয়াল জেলায় সক্রিয় ৪ জন ও ১৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

বিনা দোষে চালককে মারধর, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ নভেম্বর।। বিনা দোষে এক গাড়ির চালককে মাবধরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ চালকরা। ঘটনাটা গন্ডাছড়া-আমবাসা রাস্তার জাম বাগান এলাকায়। এই সময় আমবাসা থেকে যাত্রী বোঝাই একটি মেক্স গাড়ি গন্ডাছড়া আসছিল। অপর দিক থেকে দূত গতিতে আসা একটি বাইক একটি বাস গাড়িকে অভার টেক করতে গিয়ে মেক্স গাড়িটির সামনে এসে পড়ে। তখন বাইকটি গাড়ির সামনে এসে উল্টে যায়। পরবর্তীতে এর সূত্রপাত ধরে জগবন্ধু এলাকায় গাড়ি আটকিয়ে চালককে প্রচন্ড ভাবে মেরে রক্তাক্ত করা হয়। আহত চালককে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। এই বিষয়ে চালক যাত্রীদের স্বাক্ষী গোপাল রেখে চালক গন্ডাছড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

বহিঃরাজ্য থেকে নিয়ে আসার পথে ৬১টি গবাদী পশু আটক চুরাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। বিহার রাজ্য থেকে আগরতলায় নিয়ে আসার পথে ৬১ টি গরু সহ একটি লরি আটক করেছে আসাম পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে লরিটি চুড়াইবাড়ি চেক ওয়াচ পোস্ট এলাকায় আসলে আসাম পুলিশ আটক করে। গাড়িতে ৬১ টি গরু ছিল। পুলিশ গরুগুলির বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে গাড়ির চালক বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। সে কারণেই পুলিশ গরুসহ লরিটি আটক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে লরি চালক জানিয়েছে গরু গুলি বিহার রাজ্য থেকে আগরতলায় নিয়ে আসার জন্য আসছিলো সে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে গরু গুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে গরু পাচার হচ্ছে। তবে বহি রাজ্য থেকে লরি করে গরু নিয়ে আসার ঘটনা ইতিপূর্বে নজরে আসেনি। এ ধরনের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে রীতিমতো হতবাক প্রশাসনের কর্মকর্তারাও।

জম্মুর কাছে এনকাউন্টারে নিকেশ ৪ জন জৈইশ জঙ্গি জখম দু''জন জওয়ান

জম্মু, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু শহরের উপকণ্ঠে নাগরোটায়, জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ের উপর বান টোল প্লাজায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৪ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের দু''জন জওয়ান। একজন পুলিশ কনস্টেবলও আহত হয়েছেন। একটি ট্রাকে লুকিয়ে সম্ভবত কাশ্মীর উপত্যকা অভিমুখে যাচ্ছিল জঙ্গিরা। বৃহস্পতিবার ভোররাতে জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ের উপর, জম্মু শহরের উপকণ্ঠে নাগরোটার বান টোল প্লাজার কাছে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। টোল প্লাজায় ওই ট্রাকটিকে থামতে বলেন পুলিশ কর্মীরা। তখনই পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে সশস্ত্র জঙ্গিরা। জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলিও চালাতে থাকে জঙ্গিরা। জওয়ানরা পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেন। দু''পক্ষের মধ্যে চলতে থাকে গুলির লড়াই। গুলির লড়াই চলাকালীন ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই নাগরোটা, উধমপুরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। বান টোল প্লাজায় ভোররাত থেকে শুরু হওয়া বেশ কয়েকঘন্টার এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। গুলির লড়াই চলাকালীন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের দু''জন জওয়ান। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, বুধবার রাতেই জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিল ওই ৪ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। এনকাউন্টার শেষে উদ্ধার করা হয়েছে চারটি রাইফেল।

দিল্লির আবহাওয়ায় খানিকটা স্বস্তি, ধোঁয়াশা কাটছেই না

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ধোঁয়াশা কাটছেই না। এখনও দূষণ ও ধোঁয়াশার কবলে রাজধানী দিল্লি। তবে, গত সপ্তাহের তুলনায় দিল্লির আবহাওয়ায় খানিকটা উন্নতি হয়েছে। অন্তত এমনটাই মনে করছেন দিল্লিবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে কুতুব মিনারের কাছে একজন পথচারী জানিয়েছেন, "কিছু দিন আগে পর্যন্ত মাত্রাতিরিক্ত দূষণ ছিল দিল্লিতে, বাড়ির বাইরে বেরোলেই চোখ জ্বালা করত আমাদের। দৌড়লে অথবা হাঁটলে শ্বাসকষ্ট হত। তবে, গত সপ্তাহের তুলনায় এখন আবহাওয়া কিছুটা ভালো। যদিও, সমস্যা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।"

দিল্লির কুতুব মিনার ও সংলগ্ন এলাকাও এদিন সকালে ধোঁয়াশার চাদরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরের আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুরের রিয়াং শরণার্থীর পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির যে আন্দোলন তা দেশের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুশিয়ারি দিল সারা বাঙালি যুব ছাত্র সংস্থা। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বারবার বাঙালিরা মার খাবে তা হতে দেওয়া যায়না। কাঞ্চনপুরে বাঙালির অস্বিস্ত সংকট মেনে নেওয়া হবে না। তাই অবিলম্বে উদ্ভুত পরিস্থিতির সুষ্ঠ সমাধানের দাবি রেখেছে সংগঠন।

কলমচৌড়ায় পথ অবরোধ ছাত্র ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ নভেম্বর।। বিএসএফ'র খামখেয়ালিপনায় সীমান্তে বসবাসকারী পরিবারগুলির ছেলে মেয়েদের পড়াশুনায় ব্যঘাত ঘটছে। এই অভিযোগ এনে বক্সনগর - সোনামুড়া পথ অবরোধ করেছে ছাত্র ছাত্রীরা। সংবাদে প্রকাশ, আশাবাড়ি ও রোহিমপুর এলাকায় সীমান্তের ওপারে বসবাসকারী পরিবারগুলির ছেলে মেয়েরা এপারে এসে বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করে। বিএসএফ'র তদারকিতে সীমান্তের বেড়ার গেইট

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ৮৯.৫৮-লক্ষ করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৩১,৫৭৮

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): করোনার দৌরাত্ম্যে কোনওভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৯,৫৮, ৪৮৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতে গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমছিল, কিন্তু বুধবার সারাদিনে ৪৫ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল নতুন সংক্রমণ।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৫,৫৭৬ জন।

৫৮৫ বেড়ে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩১,৫৭৮ জন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৮,৪৯৩ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৩,৮৩,৬০৩ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩০৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৩, ৫০২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে দৈনিক নতুন করে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনই কমেছে প্রতিদিনের মৃত্যুর সংখ্যাও। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাও নিম্নমুখী। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৯৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সুস্থতার হার ৯৩.৫৮ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১.৪৭ শতাংশ।

ভারতে চিকিৎসাধীন ৪.৯৫ শতাংশ রোগী, ১২.৮৫ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে মাত্র ৪.৯৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, দৈনিক সুস্থতার সংখ্যাও প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। বাড়ছে করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষাও। বাড়তে বাড়তে ভারতে সুস্থতার হার ৯৩.৫৮ শতাংশে পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে ভারতে ১২.৮৫ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১২,৮৫,০৮,৩৮৯-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.২৮ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ নভেম্বর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১০,২৮,২০৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১২, ৮৫,০৮,৩৮৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে বেড়েই চলেছে মৃত্যুর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১৩১,৫৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫৮৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৩৮,৩৬,০২ জন (৯৩.৫৮ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,৪৩,৩০৩ জন করোনা-রোগী (৪.৯৫ শতাংশ)।

জন্মবার্ষিকীতে ইন্দিরাকে স্মরণ মোদীর, শ্রদ্ধার্ঘ্য সোনিয়া ও রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.): নেহরু দম্পতির একমাত্র কন্যা ইন্দিরা। পিতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মাতা কমলা চেয়েছিলেন মেয়ের নাম হবে প্রিয়দর্শিনীউ বেঁচে থাকলে ১৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ১০৩ বছর বয়স হত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। ১০৩ তম জন্মবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানালেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে জন্মজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইন্দিরা-পুত্রবধূ তথা কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী প্রমুখ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৩ তম জন্ম জয়ন্তী। পোষ্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, লক্ষ্মী নাগ, তাপস দে, হরেকৃষ্ণ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এরপর গান্ধীঘাটে গিয়েও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে জানান পিসিসি সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

বক্সনগরে সমবায় দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ নভেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিজেপির কো-অপারেটিভ সেলের বক্সনগর মন্ডলের উদ্যোগে সমবায় দিবস ও সেবা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বক্সনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের মন্ডল সভাপতি আকতার হুসেন, জেলা সভাপতি নিহার রঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।